CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 January, 2021 ■ আগরতলা, ২৪ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নেতাজির জন্মদিন দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালন করল বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মদিনটিকে দেশ প্রেম দিবস হিসাবে পালন করলো ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটি। রাজধানীর ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় দিনটিকে পালন করা হয়।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য নারায়ন কর সহ অন্যান্যরা। দেশ প্রেম দিবসে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ সেখানে উপস্থিত বামফ্রন্ট নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। এইদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শ নিয়ে এক প্রকার প্রশ্ন তুলে দেন।

নেতাজির জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জমদিনটিকে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগেও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। এইদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনটিকে পালন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়িকা লক্ষ্মী নাগ, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে এইদিন জাতীয় পতাকা সহ কংগ্রেসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলার জয়গান গেয়ে বাঙালির মনে দাগ কাটার চেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর

নেতাজির জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি, বিরক্ত মমতা রাখলেন না ভাষণ

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি(হি.স.)।। বাংলা আমাদের দেশপ্রেম শিখিয়েছে। বাংলা থেকেই জাতীয় সঙ্গীত পেয়েছি। নেতাজির জন্মদিনে এভাবেই ভিক্টোরিয়া থেকে বাংলার জয়গান গাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মুখে আরও একবার শোনা গেল বাংলা কথা। স্মরণ করলেন বাংলার কিছু মহাপুরুষের নাম।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, নেতাজির নাম শুনলেই আবেগতড়িত হই। শক্তিসঞ্চারিত হই। তিনি বলেন, শ্রদ্ধা জানাই নেতাজির মাকে। নেতাজিকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, বিশ্বে এমন কোনও শক্তি নেই যে ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলছিলেন নেতাজির আদর্শেই আত্মনির্ভরতার পথ। এই বাংলাই ছিল নেতাজির কর্মভূমি। তার আদর্শেই আত্মনির্ভর হয়ে যুবসমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। নরেন্দ্র মোদী বলেন, পরাক্রম ও প্রেরণার প্রতীক নেতাজি। মোদীর আশ্বাস প্রতিবছর পরাক্রম দিবস পালিত হবে।

এদিন বলতে উঠে মমতাকে বোন বলেই সম্বোধন করেন মোদী। বাংলা ও বাঙালির স্তুতি শোনা যায় তাঁর মুখে বারংবার। মোদী স্মরণ করান, ২০১৮ সালে আন্দামান দ্বীপের নাম নেতাজির নামে করা হয়েছে। নেতাজি সংক্রান্ত বহু তথ্যই জনতার সামনে এনেছে কেন্দ্র, এমনটা বলতে শোনা যায় মোদীকে। ঝাঁসির রানি ব্রিগেডের উদাহরণ টেনে আনেন তিনি নারীমুক্তির প্রসঙ্গে।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছুঁয়ে গেল 'সোনার বাংলা'কে। তাঁর মতে, নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই 'সোনার বাংলা' তৈরি সম্ভব। বিধানসভা ভোটে এবার বিজেপির স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সোনার বাংলা' তৈরি। উল্লেখ্য, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামের শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুণর্বাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়া মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের একাংশকে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে পুণর্বাসনের প্রক্রিয়া বাস্তব রূপ নিল শনিবার। এদিন রাজ্যের একটি অংশে কিছু শরণার্থীকে স্থায়ীভাবে পুণর্বাসন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন শিলংয়ে অনুষ্ঠি এনইসির বৈঠক বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সোমবার থেকে আরও কয়েকটি পরিবারকে পুণর্বাসন দেয়া হবে। দফায় দফায় রাজ্য সরকার এই পুণর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য এবং আগামীদিনের কর্মপন্থার বিস্তারিত তুলে ধরেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেসব প্রকল্প পাঠানো হয়েছে সেগুলির দ্রুত আর্থিক মঞ্জুরিরও দাবী করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন। এই অঞ্চলের অর্থনীতি, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান, শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নীতিরও পরিবর্তন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের প্লেনারি বৈঠকে। আজ শিলংয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা এনইসি-র চেয়ারম্যান অমিত শাহের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে দু'দিনব্যাপী এই বৈঠক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি আইন বাতিলের দাবীতে কৃষক সভার রাজভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। কৃষি আইন নিয়ে গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও বিরোধি বাম কৃষক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এদিন অরিয়েন্ট চৌমুহনিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে রাজভবন অভিযান করা হয়।

রাজভবন অভিযান হয় সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটি, সারা ভারত কৃষক সমন্বয় কমিটি রাজ্য কমিটির যৌথ উদ্যোগে। মিছিলটি বিদুর কর্তা চৌমুহনি, কর্নেল চৌমুহনি, রাধানগর সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে যাওয়ার পথে মাঝ রাস্তায় গোর্খাবস্তি সংলগ্ন সার্কিট হাউস এলাকায় পুলিশ বেরিকেট দিয়ে আটকে দেয় মিছিলটি।

অবশেষে মিছিলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় বসে পড়ে। সেখানে একটি বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাক থেকে রাবার শিট চুরি বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। আজ ভোর ৪ ঘটিকায় বীরচন্দ্র নগর এলাকায় মালবাহী ট্রাকথেকে রাবার চুরি করেনিয়েগেলো চোরের দল। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গতকাল রাতে টি আর ০৮ বি ১৫৪৩ নাম্বারের মালবাহী ট্রাক বিলোনিয়ার উত্তর ভারতচন্দ্র নগর থেকে রাবার ক্রয়করে আগরতলার উদ্দ্যোশ্যে রোওনাহয়। এরইমধ্যে যান চালক জাগীর মিয়া বীরচন্দ্র নগর এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় গাড়ী দাড়করিয়ে উনার বাড়ীতে যান।

বাড়ীতে যাবার পরতিনি গাড়ীতে শব্দ শুনারপর বাড়ীথেকে গাড়ীরকাছে ছুটে আসে। তখন তিনি দেখতে পান একটি মারুতি গাড়ীকরে কয়েকজন লোক ট্রাকথেকে রাবার নামাচ্ছেন। ট্রাক চালকের উপস্থিতির টেরপেয়ে চোরের দল মারুতি গাড়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে হচ্ছে ট্রাক্টর মিছিল, ছাড়পত্র দিয়েছে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.)।। প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে হচ্ছে কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিল। ওই রাজধানীতে ট্র্যাক্টর মিছিলের অনুমতি দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। শনিবার এমনটাই দাবি করলেন কৃষক সংগঠনের নেতারা। যদিও সে বিষয়ে দিল্লি পুলিশের তরফে প্রকাশ্যে বা সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

২৬ জানুয়ারি সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্যারেডে অংশ নেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ওই অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠভাবে পালন করা যায়, নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই এতদিন কৃষকদের র‍্যালি করার ছাড়পত্র দিচ্ছিল না দিল্লি পুলিশ। এ ব্যাপারে পুলিশ এবং কৃষকদের মধ্যে বৈঠকও হয়েছে। তাতে মেলেনি কোনও সমাধান—সূত্র। কৃষকরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা রেড রোডেই শান্তিপূর্ণভাবে ট্রাক্টর মিছিল করবেন। তারপর নাকি দিল্লি পুলিশের তরফে র‍্যালির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

কৃষক সংগঠন এবং দিল্লি পুলিশের বৈঠকের পর কৃষক নেতা অভিমন্যু কোহর জানান, গাজিপুর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী দলের বিধায়ক ও নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। বিরোধী দলের বিধায়ক সহ অন্যান্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দাবি জানিয়েছেন সিপিআইএম। শনিবার মেলারমাঠে সিপিআইএমের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস অভিযোগ করেছেন রাজ্যের আইনের শাসন নেই।

তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা হুজ্জুতির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ ঝর্না দাস বৈদ্যের উপর শাসক দলের দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। তার বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সিপিএমের অফিস ভাঙচুর করা হচ্ছে। এই সব ঘটনার প্রতিবাদে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে ডেপুটেশান দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তিনি দেখা করতে দেননি। ক্ষোভের মুখে তিনি আশ্বাস্ত করেছেন। সিপিএমের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু কথা বলেননি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামেদের তুলনায় রাজ্যে দুই বছরে নিজস্ব আয় বেড়েছে ১০০১ কোটি টাকা ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.)।। স্বাবলম্বী হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। রাজ্যে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর দুই বছরে নিজস্ব আয় বেড়েছে ১,০০১ কোটি টাকা। এই ধারায় নিজস্ব আয় করা সম্ভব হলে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যের কাছে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ হতো ২৩,৫০০ কোটি টাকা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন আইন-শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, রাজ্যের প্রত্যেক ঘরে রোজগার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে চলেছে। তবেই স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব।

তিনি বলেন, ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতভুক্তি হয়েছিল। এর পর থেকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজও ত্রিপুরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর কথায়,

১৯৬২-৬৩ অর্থ বছরে রাজ্যের বাজেট ছিল ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। তখন নিজস্ব আয় ছিল ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। আজ বাজেট হয়েছে ১,৯৮,৯৯১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার। নিজস্ব আয় ২৭, ৪১১ কোটি টাকা।

মন্ত্রী বলেন, নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব, শচীন্দ্রলাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্তরা দাবি করেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু, আজও ত্রিপুরা পরনির্ভর হয়ে রয়েছে, আক্ষেপ করে বলেন তিনি। তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার মুহূর্তে ১৯৭১-৭২ অর্থ বছরে সুখময় সেনগুপ্তের জমানায় বাজেট হয়েছিল ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। নিজস্ব আয় ছিল ৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে বাজেট পেশ হয়েছিল ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার। নিজস্ব আয় ছিল ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। এভাবে দীর্ঘ সময় পর বামেদের অন্তিম বাজেট ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পেশ করা হয়েছিল ১৬,০০০ কোটি টাকা। তখন নিজস্ব আয় ছিল ১,৭৪০ কোটি টাকা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বামেরা ৩৫ বছর ত্রিপুরায় শাসন করেছে। কিন্তু স্বাবলম্বী হতে পারেনি। কেন্দ্র নির্ভরতা ত্রিপুরাকে সর্বদা পিছিয়ে রেখেছে। অথচ ত্রিপুরার পর পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়ে সিকিম স্বাবলম্বী হয়ে গেছে। তিনি দাবি করেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৫ ও ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের ৪,০৬১ জন ছাত্রছাত্রীকে স্পট রাউণ্ডে কলেজে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজে ৪,০৬১ জন ছাত্রছাত্রীকে আগামী ২৫ ও ২৭ জানুয়ারি স্পট রাউণ্ডে ভর্তি হওয়ার জন্য আজ অনুমোদন দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। আজ সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, দেশের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য যেখানে ডিগ্রি কলেজগুলিতে অনলাইন ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নতুন শিক্ষানীতিতে দেশের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজে চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত মোট ১৩ হাজার ৭৭১ জন ছাত্রছাত্রী সম্পর্ণভাবে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজে বর্তমানে পাসকোর্সে ৫ হাজার এবং অনার্স কোর্সে ৩, ১৬৫টি আসন খালি রয়েছে।

কলেজগুলিতে চতুর্থ রাউণ্ড ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা দপ্তর স্পট রাউণ্ডে ভর্তির জন্য ঘোষণা করেছিলো। এখন পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ৫১৪ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। এরমধ্যে ৪,২৯২ জন ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। বাকি ৬,২২২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪,০৬১ জন ছাত্রছাত্রীকে স্পট রাউণ্ডে ভর্তির জন্য আজ উচ্চশিক্ষা দপ্তর অনুমোদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেতাজির পথ অনুসরণ করেই প্রধানমন্ত্রী স্বাবলম্বী ভারত গড়তে চাইছেন ঃ সাংসদ প্রতিমা

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.)।। নেতাজির পথ অনুসরণ করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাবলম্বী ভারত গড়তে চাইছেন। তাই তিনি আত্মনির্ভর ভারত এবং নিউ ইন্ডিয়ার ডাক দিয়েছেন। আজ শনিবার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তেমনি, ছাত্র সমাজকে নেতাজির আদর্শ, মত ও পথকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, নেতাজি আমাদের দেশের গর্ব। তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। এই আহ্বান আজও দেশবাসীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাংসদ ভৌমিক বলেন, নেতাজি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে অবদান রেখেছেন তা দেশবাসী চিরকাল মনে রাখবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বাস করতেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রথমে দেশের যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নেতাজি প্রদর্শিত পথকেই অনুসরণ করছেন। দেশকে স্বাবলম্বী করতে আত্মনির্ভর ভারত ও নিউ ইন্ডিয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতকে এক শক্তিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কৃতিত্বের সাথে আইসিএস পরীক্ষায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, ঘাতক বাইকের চালককে গ্রেপ্তারে পুলিশের নিষ্ক্রীয়তার প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ জানুয়ারি।। বেপরোয়া বাইকেকর ধাক্কায় নিহত যুবকের আত্মীয় পরিজন সহ এলাকার লোকজন ঘাতক বাইকের চালক ও আরোহীকে গ্রেপ্তারের দাবীতে পথ অবরোধ সংগঠিত করেছে উদয়পুর - কাকড়াবান সড়ক। আজ ছিলো নিহত সাগর দে'র পারলৌকিক ক্রিয়া তথা শ্রাদ্ধ ক্রিয়া। এদিকে গত তিনদিন ধরে আত্মীয় পরিজন ও এলাকাবাসী উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় প্রতিনিয়ত আসামি তথা বাইক চালক রূপক মজুমদার সহ অপর বাইক আরোহীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আসছিলো।

এলাকাবাসী সহ সাগরের নিকট আত্মীয়রা ৯০ঘন্টা অপেক্ষার পর আজ সকাল ৮টা ৩০ মিনিট সাগরের বাড়ির সামনে রাস্তা অবরোধ করেন আসামি তথা ঘাতক রূপক মজুমদারের গ্রেপ্তারের দাবিতে।সংবাদ প্রতিবেদকের মাধ্যমে খবর পৌছে যায় মহকুমা সাধারন প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশের এস পি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এস ডি পি ও , ও সি রাধাকিশোরপুর থানা সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিকট। রাধাকিশোরপুর থানার নবনিযুক্ত ও সি নারু গোপাল সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা অবরোধ স্থলে পৌছা মাত্র আন্দোলনকারী নারী-পুরুষরা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন -এ যেন আগুনে ঘৃতাহুতির মতো অবস্থা। অবরোধ কারীদের অভিযোগ উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথের বিরুদ্ধে।

যেহেতু আর কে পুর থানার ওসি নারু গোপাল মাত্র গতকাল নতুন কর্মস্থল আর কে পুর থানা যোগদান করেছেন -তাই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ কেন আসামি তথা ঘাতক রূপক মজুমদারের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কোন ভুমিকা নেননি-এই ব্যাপারে অবরোধ কারীরা মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ১০৭ ■ ২৪ জানুয়ারি ২০২১ ইং ■ ১০ মাঘ ■ রবিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভোটের ইসু

অনুপ্রবেশকারী শব্দটি ভারতীয় রাজনীতিকে কয়েক দশক যাবৎ নানাভাবে আলোড়িত করিয়াছে। ১৯৪৭ সালে ভারত তিন টুকরো হয়। ধর্মের ভিত্তিতে এই ভাগাভাগি হইলেও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রহিয়া যায়। অন্যদিকে, পাকিস্তান নিজেকে ‘ইসলামিক রিপাবলিক’ হিসেবে ঘোষণা করে। তবু সব ধর্মের সমান অধিকার থাকিবে রাষ্ট্রের সংবিধান আশ্বাস দিলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানে তাহা পায়নি। দেশভাগের অব্যবহিত পরে, বিশেষ করিয়া হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের উপর ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছিল পাকিস্তানের দুই প্রান্তেই। বহু মানুষ সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছাড়িয়া ভারতে উঠিয়া আসে। ভাষাগত দিক থেকে পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু ছিল বাঙালিরা। তাহাদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা অবশ্যই বেশি। ধর্মীয় বিভেদ সরাইয়া রাখিয়া আপামর বাঙালি যখন বাংলাভাষার মর্যাদা ও সরকারি স্বীকৃতি দাবি করিল, তখন পাকিস্তানের শাসকদের অত্যাচারের খড়্গ-কৃপাণের অভিমুখ বদলিয়া গেল। একটা সময় পর তাহারা ইসলামি ঐক্যের বুলি থামাইয়া বাঙালি জাতির উপর সীমাহীন অত্যাচার নামাইয়া আনিল। সবচেয়ে সমস্যায় পড়িল পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুরা। তাহারা একে হিন্দু, তাহার উপর বাঙালি। হিন্দু বাঙালিরা ব্যাপকহারে ভারতে আসিতে লাগিল। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় এল পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার মতো সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলিতেই। তারপর আন্দামান, ওড়িশা, বিহার, এমনকী দিল্লি, মহারাষ্ট্র পর্যন্ত নানা জায়গাতেও তাহারা ভাগ্যান্বেষণে গেল। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির প্রতিবাদ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের রূপ নিল। মানবিক কারণে বাঙালি যোদ্ধাদের পাশে ভারত দাঁড়াইল পূর্ণ শক্তি নিয়ে। পরিণামে পূর্ববঙ্গের দখল হারাইল পাকিস্তান। জন্ম নিল স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। অনেকে ভাবিল, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান নির্বিশেষে পূর্ববঙ্গের বাঙালির দুঃখের দিনের অবসান হইল। কিন্তু বিধি বাম। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করিল পাকপন্থী মৌলবাদীরা। ফের বাংলাদেশ তাহার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র হারাইল। দ্রুত সংবিধান পরিবর্তন করিয়া ‘রাষ্ট্রধর্ম’ ইসলাম চাপাইয়া দেওয়া হইল। বাঙালি হিন্দুকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল, ধর্মীয় কারণে তুমি সমান নয়, এদেশ তোমার কাছে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি হইলেও নয়। সব মিলাইয়া বাংলাদেশ বাঙালি হিন্দুর সামনে একটা ভয়ের নোটিস ঝুলাইয়া রাখিয়া দিল। তাই বিপুল অর্থ খরচ করিয়া সীমান্তে কাঁটাতার দিয়েও বাঙালি হিন্দুর ভারতে প্রবেশ আজও পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ, অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়েরও বহু মানুষ এই দীর্ঘ সময়ে ভারতে আসিয়াছে। তাহাদের আসার কারণ অর্থনৈতিক কিংবা অন্যকিছু। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যে যাহারা ভারতে আসিয়াছে তাহাদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই (অবশ্য এটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারকেই তাহার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হইবে)। কিন্তু তাহার পরে আসা ব্যক্তি বা পরিবারকে ভারত সরকার অনেক আগেই ‘অনুপ্রবেশকারী’ ঘোষণা করিয়াছে। এইঅনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের রাজনীতি পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যেগুলিতে একটি লোভনীয় ইস্যু। ভোট-রাজনীতি ভীষণভাবে আবর্তিত হয় অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে। কোনও দল বিতাড়নের পক্ষে থাকে, কোনও দল থাকে তাহাদের ভারতে রাখিয়া দেওয়ার পক্ষে। এই রাজনীতি সংসদ কক্ষকেও কাপাইয়া দিতাছে একাধিকবার। এটা চেনা ছবি। কিন্তু অনুপ্রবেশ রাজনীতিকে সত্যিকার ঝাঁকুনি দিয়াছে বিজেপিবিভাজন ঘটাইয়া। তাহাদের চোখে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে যাহারা অত্যাচারিত হইয়া ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারা ‘শরণার্থী’।

সে জন্যই নতুন আইন (সিএএ) তৈরি করিয়াছে। কিন্তু ওইসব দেশ থেকে এর বাইরে আর যাহরা আসিয়াছে তাহারা এই সরকারের বিচারে ‘অনুপ্রবেশকারী’। জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) তৈরি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মোদি সরকার। সরকারের সাফ ঘোষণা, এনআরসিতে অনুপ্রবেশকারীদের কোনও জায়গা হইবে না। এনআরসি কথাটির সঙ্গে দেশবাসী বিশেষভাবে পরিচিত হয় ২০১৮ সালে। অসমে প্রথম খসড়া তালিকা প্রকাশের পর। সেখানে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে ৪০ লক্ষের নাম তাহাতে ছিল না! এতে একদিকে যেমন সারা ভারতে আলোড়ন পড়িয়া যায়, অন্যদিকে প্রতিবেশী বাংলাদেশেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ২০১৯-এর আগস্টে প্রকাশিত ফাইনাল লিস্টেও অসমের ১৯ লক্ষ বাঙালির নাম ছিল না, যাহাদের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ হিন্দু। এনআরসি-বিরোধী আন্দোলন দিল্লি পর্যন্ত ছরাইয়া পড়ে। করোনা মহামারীর কারণে ইস্যুটি দশমাস শীতঘুমেই চলিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ফের উস্কে দিয়াছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উপলক্ষ পশ্চিমবঙ্গ, অসমসহ পাঁচটি রাজ্যের ভোট। কিন্তু বিজেপির এনআরসি জুজুতে জল ঢালিয়া দিয়াছে নির্বাচন কমিশনভোটার লিস্টে নাম থাকিলেই ভোট দেওয়া যাইবে, এনআরসিতে নাম আছে কী নেই তা বিচার্য হইবে না।

জয় শ্রীরাম ধ্বণিতে মঞ্চত্যাগ করলেন ‘অপমানিত’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে ভিক্টোরিয়ার মঞ্চে ‘অপমানিত’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও মন্তব্য না রেখেই মঞ্চ ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় গ্রন্থাগারে এভাবেই তাল কাটল নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে শনিবারের অনুষ্ঠানের।তারকাখচিত অনুষ্ঠানের সূচনার পরই তাল কাটল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংগীতানুষ্ঠানের পরই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে আমন্ত্রণ জানানো হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু মমতা মঞ্চে উঠতেই দর্শকাসন থেকে উড়ে আসে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি। আর তাতেই মেজাজ হারান মমতা।এদিন ওই ধ্বণির পরেই মমতা প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন। “এটা কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। আমি মনে করি এভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে বেইজ্জত করা উচিত নয়। সেই জন্যই আমি আর একটি কথাও এখানে বলব না। তবে কলকাতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করায় আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ধন্যবাদ জানাই।” একথা বলেই মঞ্চ থেকে নেমে যান তিনি।মমতার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য রাখতে মঞ্চে উপস্থিত হলেও একইভাবে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি ওঠে। তবে সঙ্গে সঙ্গে পালটা ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনি তুলে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেন মোদী। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য না করা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি তিনি। উল্লেখ্য, এর আগেও জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে ক্ষুব্ধ হতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যা নিয়ে প্রচুর হইচই হয়। বিজেপি-র সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। যদিও সাম্প্রতিক অতীতে অনেকটা সংযত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সফরে জয় শ্রীরাম ধ্বনি উঠলেও তাতে কান দেননি তিনি। কিন্তু নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে নতুন করে এই ধ্বনি শুনে মেজাজ হারালেন। আর তারপরই তাঁর বক্তব্য না রাখার সিদ্ধান্ত।

প্রতিবন্ধী যুবতীকে ধর্ষনের অভিযোগে চাঞ্চল্য, ধৃত ১

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : পরিবারের লোকজন কাজের তাগিদে বাইরে থাকতেন। সেই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে প্রতিবন্ধী যুবতীকে সরলতার সুযোগ নিয়ে ধর্ষনের অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার গোপালনগরে। শনিবার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় এলাকায়।

অভিযোগ, আনুমানিক বছর একুশের ওই যুবতীকে বেশ কয়েকবার ধর্ষন করে পাড়ারই এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম রমজান মণ্ডল। জানা গেছে, ওই যুবতী শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। যুবতীর বাবা-মা কর্মসূত্রে বাইরে থাকতেনঊ পরিবারের অনুপস্থিতিতে ফাঁকা বাড়িতে গিয়ে প্রতিবন্ধী যুবতীকে বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করেছিল অভিযুক্ত।

রাম মন্দির ও রাজেন্দ্র প্রসাদের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন : সিনহা

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ হবে। এরইমধ্যে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য রাম জন্মভূমি মন্দির ন্যাস প্রত্যেকের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চেয়েছে। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছেও সহযোগিতা চেয়েছে। রাষ্ট্রপতি মন্দির নির্মাণের জন্য প্রথম অর্থ সাহায্য করেছেন। তিনি মন্দির নির্মাণের জন্য ৫,০১, ০০০ টাকা সাহায্য করেছেন, পাশাপাশি শুভকামনা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রপতি হওয়ার পাশাপাশি তিনি দেশের একজন নাগরিক। তাঁরও ধর্মীয় আস্থা ও নিষ্ঠা রয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রপতি অর্থ সাহায্য করার পরই কিছু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। তারা বলছে, রাষ্ট্রপতি পদে যিনি আসীন তাঁর ধর্মীয় কার্যকলাপে যুক্ত থাকা উচিত নয়। সংবিধানে কী এমনটা লেখা রয়েছে?

সংবিধানে রাম-কৃষ্ণ রাষ্ট্রপতির দিকে যাঁরা আঙুল তুলছেন তারা একটু জেনে নিন, সংবিধানের মূল অনুলিপিতে রাম, কৃষ্ণ এবং নটরাজের ছবি কেন রয়েছে? শুধু এটিই নয়, আমাদের সংবিধানের মূল অনুলিপিতে শান্তির প্রচার করা লর্ড বুদ্ধ এবং পূর্ব সভ্যতার প্রতীক মহেঞ্জোদাড়োর ছবিও রয়েছে, যা এখন পাকিস্তানের অংশ। সংবিধানের মূল অনুলিপিতে হিন্দু ধর্মের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক অষ্ট কমলও বিদ্যমান। মুঘল সম্রাট আকবরকেও সংবিধানের মূল অনুলিপিতে দেখা যায় এবং শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংও সেখানে রয়েছেন। মহীশুরের সুলতান টিপু এবং ১৮৫৭ সালের বীরঙ্গনা রানী লক্ষ্মী বাইয়ের ছবিও সংবিধানের মূল অনুলিপিতে খোদাই করা আছে। সুতরাং যারা

রাষ্ট্রপতির দিকে আঙুল তুলছেন তাদের জানা উচিত, আমাদের সংবিধান নাস্তিক ভারত গঠনের পক্ষে নয়। ভারতীয় সংবিধান দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং সকল ধরণের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুরোপুরি সম্মান করে।

এই বিকৃত মানসিকতার মানুষজন আরও বলছে, রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ যদি দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে অনুসরণ করেন তবে খুব ভাল করেছেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫১ সালে যখন সোমনাথ মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মাণ হয়েছিল, তখন নিজে উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন, যদিও ততালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তা পছন্দ করেননি এবং প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু, নেহেরু জি এবং সোমনাথ মন্দিরের উদাহরণ যারা দিচ্ছেন তারা ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান নিন। যে নেহেরু জি সোমনাথ মন্দিরে রাজেন্দ্রবাবুর সফর নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেই কখনই দিল্লির হযরত বখতিয়ার কাকির মাজার মেরামত করতে পিছপা হননি। তখন নেহেরুর ধর্মনিরপেক্ষতা কোথায় গেল? প্রকৃতপক্ষে, কাকির দরগাহটি ১৯৪৭-এর দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ২৭ জানুয়ারি গান্ধীজিওই দরগাহ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি ওই দরগাহ দেখার পরে, নেহরুকে মেরামত করার নির্দেশ দেন। নেহেরু ততণাতদরগাহ মেরামত ও সুন্দরীকরণের জন্য সরকারী তহবিল থেকে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। একটু ভাবুন ১৯৪৮ সালে ৫০ হাজার টাকা বর্তমানে কত হতে পারে? তারপরে নিতে সেখানে যেতে শুরু করেন। এটি ছিল নেহেরুর ধর্মনিরপেক্ষতা। সোমনাথ মন্দিরটি মুঘল হানাদাররা বেশ কয়েকবার ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু নেহেরু সোমনাথ মন্দির পুনরুজ্জীবনের জন্য কখনও ৫০ টাকাও দেননি। এটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নেহেরু এবং তাঁর শিষ্যদের ধর্মনিরপেক্ষতার ধোঁয়াটে চরিত্রটি কী? নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখপাত্র হিসাবে বর্ণনা করা নেহেরুর কন্যাও ধর্মনিরপেক্ষতা জোরদার করার ক্ষেত্রে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তারা কি জানেন, দিল্লিতে বিগত ৫০ বছরে নির্মিত মন্দিরের মধ্যে ছতরপুরে অবস্থিত আদ্যা কাত্যায়নী শক্তি পীঠ মন্দিরের স্থাপনায় ইন্দিরাজির আশীর্বাদ ছিল। মা দুর্গার কাত্যায়নী রূপকে উতর্গীকৃত একটি মন্দির। এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। কর্ণাটকের সন্ত বাবা নাগপাল জি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দির। মন্দিরটি ৭০ একর জুড়ে বিস্তৃত। বলা হয়ে থাকে যে এটি বিশ্বের বৃহত্তম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। ইন্দিরা জি এই মন্দির নির্মাণে যুক্ত ছিলেন, তবে তিনি এতে কোনও অপরাধ করেননি। তিনি প্রায়শই মন্দিরে যেতেন এবং বাবা নাগপালের কাছ থেকে কাঁচিপিঠের শঙ্করাচার্য চন্দ্রশেখরানন্দ সরস্বতীর (জয়েন্দ্র সরস্বতীর গুরু) আশীর্বাদ নিয়েছিলেন।রাষ্ট্রপতি ভবনে মন্দির-মসজিদ

যারা রাজেন্দ্রবাবুর সোমনাথ মন্দিরে যাওয়াকে বারবার ইস্যু করেন, তাদের জেনে নেওয়া উচিত তাঁর উদ্যোগেই মন্দির এবং মসজিদ দু”টিই রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। যেহেতু গির্জা এবং গুরুদ্বারা রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছেই, তাই হয়তো গির্জা ও গুরুদ্বারা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। রাজেন্দ্র বাবু এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রাজবংশী দেবী প্রসাদ রাষ্ট্রপতি ভবনের কয়েক”শ কর্মচারী নিয়ে দীপাবলি, ঈদ, বড়দিন, বাবা নানক জন্ম দিবস ইত্যাদি উৎসব পালন করেছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু যদি বিশেষ কারণে অল্প সময়ের জন্য উপস্থিত হতেন, তাহলে তাঁর স্ত্রী ভালোভাবেই সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন ও সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবনে সর্বকালের মা বলা হত। আপনারা এখনও রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকা প্রবীণদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, রমজান চলাকালীন রাজেন্দ্র বাবু অবশ্যই রাষ্ট্রপতি ভবনের মসজিদে যেতেন। শরীফ শেষ করার পরে রাষ্ট্রপতি মসজিদে পৌঁছে ইমাম সাহেবকে পাগড়ি পরতেন। তাকে উপহারও দিতেন। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে বসবাসরত কর্মীরা এবং তাদের আত্মীয়স্বজনরা বিপুল সংখ্যক উপস্থিত হতেন। এই মসজিদটিকে রাষ্ট্রপতি ভবন মসজিদ বলা হয়। এই অনুষ্ঠানটি রাজেন্দ্র বাবু শুরু করেছিলেন। অবশ্যই, তাঁর মতো পবিত্র ব্যক্তির সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার গুরুতর পাপ।

আসুন আমারা মূল বিষয়টিতে ফিরে আসি। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও অযোধ্যাতে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য এক লাখ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। ভালো কথা হল রাম মন্দির নির্মাণে অযোধ্যার মুসলমানরা এগিয়ে আসছেন। সকলেই জানেন, মুসলমানরা এর আগেও রাম মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে অত্যন্ত ইতিবাচক ছিলেন। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছিলেন, বহু মুসলমান রাম মন্দিরের জন্য অনুদান দিচ্ছেন। মুসলমানদেরও মন্দিরের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে এগিয়ে আসা উচিত। যদি মুসলমানরা অনুদান দেয় তবে এটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি জোরদার করবে এবং হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উন্নতি করবে। রাম মন্দির নির্মাণে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও আসাদউদ্দীন ওয়েইসির মতো মুসলমানদের কথিত নেতারা। তবে সমস্ত বাধা এখন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উপমহাদেশে সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ

জিষ্ণু বুস

সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কাছে আবেদন করেছেন সে-দেশের ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিন্দরা। পাকিস্তানে, হিন্দু, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের নিদারুণ অবস্থা। মহিলাদের সম্ভ্রম বিপন্ন, অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা। ধ্বংস করা হচ্ছে হিন্দু বা শিখদের উপাসনাস্থল। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে দেওয়া চিঠিতে তাঁরা পাকিস্তানের অমানবিক ঘটনার পূর্ণঙ্গ তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। ‘হিন্দু ফোরাম অফ ব্রিটেন’ সংগঠনের সভানেত্রী তৃপ্তি প্যাটেল এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের সাম্প্রতিকতম ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের করক জেলায় স্বামী পরমহংস মহারাজের জন্ম। ১৯১৯ সালে তাঁর তিরোধানের পরে সেখানে এক অপূর্ব হিন্দু মন্দির নির্মিত হয়। ১৯৯৭ সালে সেই মন্দিরটি একবার ভেঙে দিয়েছিল মৌলবাদীরা। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেটিকে সরকার পুনির্নির্মাণ করে। গত ডিসেম্বর মাস জুড়ে সেটিকে আবার ভেঙে ফেলার জন্য লাগাতার প্রচার চালায় জামাত উলেমা-ই ইসলা-ফজল। ২০২০ সালের শেষ দিন, ৩১ ডিসেম্বর, ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হল ওই শতবর্ষ প্রাচীন মন্দির।

ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক পরের দিনই এই লজ্জাজনক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইমরান খানের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে ভারত। ১ জানুয়ারি পাক রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ধর্মস্থান এবং সংস্কৃতি রক্ষার্থে পাকিস্তানের সদর্থক ভূমিকার দাবি করা হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে। পাকিস্তানের কোনও সরকারই সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার কথা ভাবেনি। স্বাধীনতার পরেই প্রবল আক্রমণ শুরু হয়েছিল। স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম সেবার কাজ করছিল। তখন করাচির দায়িত্বে ছিলেন স্বনামধন্য স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজ, সহযোগী তরুণ সন্ন্যাসী সর্বগতানন্দজি মহারাজ। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারি অত্যাচার সীমা ছাড়ায়। করাচি রামকৃষ্ণ মিশন বন্ধ করে দিতে হল।

১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে নেহরুলিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কথা ছিল, এরপর থেকে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই যার যার দেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু পাকিস্তান কখনওই এই চুক্তি মানেনি। বরং পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারিভাবে এক দশকের বেশি ধরে হিন্দু ল-নিধন করেছিল। গ্যারি জে, বাসের ‘দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম’ বইয়ে সেই সময়ের হিন্দু গণহত্যা, সংখ্যালঘু হিন্দু নারী ধর্ষণের পৈশাচিক বর্ণনা আছে। ‘মুক্তিযুদ্ধ’-র সময় ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকার কনসাল জেনারেল আর্চার কেন্ট ব্লাডের পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতেই লেখা এই বই পৃথিবীর সর্বকালের নর-সংহারের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলের একটি। পাকিস্তানের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার চিহ্ন। কথিত, রামচন্দ্রে পুত্র লব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লাহোর শহর। লাহোরের কাছেই রায় ভোয় কি তালবন্দি গ্রামে জন্মেছিলেন গুরু নানক। গুরু নানকের জন্মস্থান শিখ ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান নানকানা সাহিব। দেবী সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল বেলুচিস্তানের হিংলাজে। মরুভূমির মধ্যে অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করে যেতে হত ৫১ পীঠের অন্যতম হিংলাজ মাতার দর্শনে। শতশত বছর ধরে ভারত থেকে পূণ্যার্থীরা সেখানে যেতেন। গ্রামে ফিরে এলে তাঁদের ‘হিংলাজি’ বলে সম্মান করা হত। দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে কালিকানন্দ অবধূতের কাহিনি ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ অবলম্বনে ছায়াছবি তৈরি হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। বিকাশ রায়ের পরিচালনায় এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। অসাধারণ গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব-পাকিস্তানেও অগণিত স্থান এমনই প্রাচীন পরস্পরার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্তি ছিল। তার অনেকগুলিই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে। ১৯১৭ সালের ২১ এপ্রিল ফরিদপুরের মহানাম সম্প্রদায়ের শ্রীঅহগন আশ্রম আক্রান্ত হয়েছিল। যখন খান সেনারা আশ্রমে ঢুকল, তখন খোল বাজিয়ে নামসংকীর্তন করছিলেন আশ্রমের সন্ন্যাসীরা। নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার সন্ন্যাসী। সে বছরই ২৫ মার্চ রাত্রে ‘অপরাশেন সার্চলাইট’-এর নামে পাকিস্তানি সেনা ভেঙে দিয়েছিল ঢাকা শহরের ৪০০ বছরের প্রাচীন রমনা কালীমন্দির। আজ সেখানে ‘সোহরাওয়ার্ধি উদ্যান’ হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের কোনও সরকারই আজ পর্যন্ত ওই শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করেনি।

১৯৪১ সালের আদমশুমারে বাংলার ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৭৭ জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু বাঙালি ছিলেন ৪১.৭ শতাংশ। তখন অখণ্ড বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল ৫৩.৪ শতাংশ। ২০১১ সালের সরকারি হিসাবে দুই বাংলার ২৩ কোটি ৩৬ লক্ষ জনসংখ্যার মাত্র ৩২.৯১ শতাংশ হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সংখ্যালঘুদের বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতেই তৈরি হয়েছিল ‘ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশন ফর রিফিউজিস’ (ইউএনএইচসিআর) রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থার ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন, আর ১৯৬৭ সালের উরুগুয়ে প্রোটোকলে এই ‘উদ্বাস্তু’ কথাটির একটি সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে। “জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় পরিচয় নির্বিশেষে কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার জন্য অথবা রাজনৈতিক মতবাদের কারণে কেউ যদি স্পষ্টত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে, নিজের দেশের থেকে বিতাড়িত হয়ে দ্বিতীয় দেশে আসেন; এবং ফিরে যেতে ব্যর্থ হন, বা চরম ভীতির কারণে অথবা নিজের দেশে সুরক্ষা না পাওয়ার আশঙ্কায় কোনও দেশের নাগরিকত্ব না পাওয়া সত্ত্বেও নিজের দেশে ফিরে যেতে না, চান, তবে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় দেশে ‘উদ্বাস্তু’ হিসাবে গণ্য হবেন।”

এই সংজ্ঞা অনুসারে পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আফগানিস্তান থেকে আসা অত্যাচারিত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান বা পারসিকরা ভারতে ‘উদ্বাস্তু’। বাংলাদেশ থেকে আসা তসলিমা নাসরিনের মতো কিছু সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও ‘উদ্বাস্তু’, কারণ তাঁরা সুরক্ষার অভাবে এদেশে আছেন। আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান জানিয়ে এবং নিতান্ত মানবিক কারণেই এঁদের ভারতের নাগবিকত্ব দেওয়া উচিত।

তবে এই সহজ সত্যটা রাজ্যের তথাকথিত প্রগিতিবাদী বুদ্ধিজীবারা, সংবাদমাধ্যমের একাংশ বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুঝেও বোঝেন না। এই না-বোঝার নেপথ্যে তাঁদের ধারাবাহিক বুল বোঝা ও ভুল বোঝানো আছে । দেশভাগের প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ‘মুসলিম লিগ’ -এর দ্বিজাতি তত্ত্বকে পূর্ণ সমর্থন করেছিল। সিপিআই দলের তাবড় নেতা কলকাতা-সহ দেশের সর্বত্র লিগের সভায় প্রকাশ্যে অংশ নিতেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর ‘ভোলা থেকে গঙ্গী’ গ্রন্থের ‘সুমের’ উপাখ্যানে উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘পাকিস্তানের দাবির মীমাংসা করা হিন্দু নেতাদের কাজ নয়, ওই প্রশ্নের সমাধানের দায়িত্ব মুসলমান -প্রধান প্রদেশগুলির জনসাধারণের । গত সাত দশক ধরে এক অর্থে সেই ‘এথনিক ক্লিনজিং’ চলছে। দুই পাকিস্তানেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্ষণ, পুঠপাট আর মন্দির ভাঙা---অসহায় মানুষ পাকিস্তান আর বাংলাদেশ ছেড়ে এদেশে আশ্রয় নিচ্ছেন। আজ পাকিস্তানের হিন্দু কমতে কমতে কেবল ১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা ভুল আর একটা ভুলের সৃষ্টি করে, একটা মিথ্যা জন্ম দেয় অনেক মিথ্যার। পাকিস্তানে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ধীরে ধীরে আরও খারাপ হয়েছে, ধনী আর দরিদ্রের ব্যবঘান ক্রমে ক্রমে বেড়েছে, পাকিস্তান সরকার বূমিসংস্কারের ধার ধারেনি। পাকিস্তান একটি নিপাট মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যেখানে ওসামা বিন লাদের বা দাউদ ইব্রাহিমরা অবাধে আশ্রয় পায়। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিল ‘কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান (সিপিপি)। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হয়েছিলেন সাদ্দার জাহির। আজ পাকিস্তানে সিপিপি দলের সাইনবোর্ড ও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার কারণে রেহাই পাননি। রাজশাহির কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রের উপর পাকিস্তান পুলিশ যে জঘন্য অত্যাচার করেছিল, তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিরল। ১৯৫৪ সালে ইলা মিত্র প্যারোলে কলকাতায় চলে আসেন। তিনি আর ফেরেননি। কলকাতার মানিকতলা কেন্দ্র থেকে ১৯৬২ সাল থকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিদায়ক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

বিপ্লব, শ্রেণিসংগ্রাম, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা ভারতে সম্ভব, পাকিস্তানে নয়। কিন্তু লেফট লিবারালরা কখনও এর বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না। তাঁরা গাজা ভূখণ্ড নিয়ে সোচ্চার, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন বা আফগানিস্তানের মানবাধিকার নিয়ে অসাধারণ সব লেখা লেখেন। কিন্তু ঘরের পাশে বাংলাদেশে ১৪ বছরের হিন্দু বাঙালি মেয়েকে ১৪/১৫ জন মিলে সারারাত ধর্ষণ করার ঘটনাও তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্যালয়ের সামনে নেতাজি জন্মজয়ন্তি উপলক্ষ্যে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভারতের ভ্যাকসিন 'সঞ্জীবনি বুটি', পেয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ব্রাজিলের

রিও ডি জেনেইরো, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারত থেকে করোনার ভ্যাকসিন পৌঁছতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনেরোর। এদিন পুরাণের রামায়ণের লঙ্কাপর্বে হনুমানের তুলে আনা বিশ্যলকরণী সঞ্জীবনী-সহ গন্ধমাদন পর্বতের ছবি পোস্ট করে ভারতকে ধন্যবাদ তিনি।

শুক্রবারই দেশের মুম্বই বিমানবন্দর থেকে দুই মিলিয়ন ডোজের কোভিশিল্ড উড়ে গিয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে। শনিবার সেই বিশেষ বিমান ছুঁয়েছে ব্রাজিলের মাটি। তারপরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যুইট করেছেন ব্রাজিলিয়ান প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনেরোর। ভারতে তৈরি করোনা টিকা সরবরাহ করায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য বলসোনেরোর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন পুরাণের রামায়ণের লঙ্কাপর্বে হনুমানের তুলে আনা বিশ্যলকরণী সঞ্জীবনী-সহ গন্ধমাদন পর্বতের ছবি। পর্তুগীজ ভাষায় লেখা ওই ধন্যবাদ বার্তার বাংলা মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়, 'নমস্কার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়া প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের মত অসাধারণ বন্ধুকে পাশে পেয়ে ব্রাজিল গর্ব অনুভব করছে। টিকা পাঠিয়ে আমাদের সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ।'

সৌজন্য বিনিময়ের পাল্টা বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। তিনি লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনেরো, কোভিড-১৯ অতিমারির বিরুদ্ধে যৌথ লড়াইয়ে নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে ব্রাজিলকে পাশে পেয়ে আমরাও গর্বিত।'

প্রসঙ্গত, এক বছরের অপেক্ষার পর ভারতে এসেছে ভ্যাকসিন। গত ৯ জানুয়ারি পুণের সিরাম ইনস্টিটিইউট অফ ইন্ডিয়া-র কারখানায় তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা কোভিশিল্ড দ্রুত ব্রাজিলে পাঠানোর জন্য মোদীকে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছিলেন বলসোনেরো। চিঠিতে তিনি জানান, "ব্রাজিলিয়ান সরকার কোভিড -১৯ এর বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ইমিউনিজেশন প্রোগ্রাম চালু করেছে" এবং ব্রাজিলিয়ান সরকার নির্বাচিত ভ্যাকসিনগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সংস্থা ভারত বায়োটেক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (কোভাক্সিন) এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (কোভিশিল্ড)।"

তারপরই শুক্রবার সিরামের তৈরি ২০ লক্ষ করোনা টিকা বিমানে ব্রাজিলে পাঠানো হয়। ভারতের সাহায্যে আনন্দিত বলসোনেরো সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদীকে। ব্রাজিল প্রেসিডেন্টের বার্তার সাথে যুক্ত ছবি ভাবনা আনছে মানুষের মনে। রামায়ণে ইন্দ্রজিতের শক্তিশেল হানায় মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে বাঁচাতে হনুমান তুলে এনেছিলেন বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী। ব্রাজিল প্রেসিডেন্ট সেই ছবি যুক্ত করেছেন ধন্যবাদ বার্তার সঙ্গে। তাঁর অর্থ দাঁড়ায় করোনা বিধস্থ ব্রাজিলবাসীর কাছে ভারতীয় টিকাও তেমনই 'সঞ্জীবনী বুটি'।

এককালীন পঞ্চাশ হাজার নয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত মাসিক বেকার ভাতা প্রদানের দাবি প্রদীপের

শিলচর (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সম্প্রতি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (সেলফহেলপ গ্রুপ) সাথে জড়িত দুই লক্ষ বেকার যুবকদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রদীপ দত্তরায় বলেন, সামান্য এই অনুদান বেকারদের কোনও কাজেই আসবে না। কারণ আজকের দিনে যৎসামান্য এই টাকা দিয়ে কোনও কার্যকরী সংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। ফলে এই টাকা কেউ পেলেও তা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে খরচ হয়ে হবে। প্রস্তাবিত ১,০০০ কোটি টাকা যা জনগণেরই শ্রমার্জিত তার সম্পূর্ণ অপচয় হবে। এছাড়া সমগ্র অসমে প্রায় ২৫ লক্ষ বেকার রয়েছন। এর মধ্যে শুধু বরাক উপত্যকায় নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা তিন লক্ষের কাছাকাছি। তাই সরকার দু"লক্ষকে কীভাবে বেছে নেবে? তা-হলে কি বিজেপির প্রতি যাদের রাজনৈতিক আনুগত্য রয়েছে তারাই এই অনুদানের যোগ্য বলে পরোক্ষে বিবেচিত হবেন, প্রশ্ন তুলেছেন প্রদীপ। প্রদীপ দত্তরায় স্পষ্ট বলেন, নির্বাচনের আগে শাসক দলের অনুগত ক্যাডারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যই এই যোজনার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। এর সাথে বেকারদের প্রকৃত উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নেই। বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বছরে দুই কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি যে নিতান্তই অসার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দু-কোটি তো দূর, উল্টে গত এক বছরে চাকরি হারিয়েছেন এক কোটি মানুষ। সারা দেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রদীপ দত্তরায় বলেন, স্থানীয় আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যে তিনশো ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বেরোচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই কর্মহীন হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবন কাটাচ্ছেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে বরাক উপত্যকার শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে এই সমস্যা। হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবকরা নেশার দিকে ঝুঁকছেন। প্রতিটি শহরে ইদানীং এ-সব উপসর্গ বাড়ছে। তার সাথে অনৈতিক, অসামাজিক কার্যকলাপেও অনেকে লিপ্ত হচ্ছেন। ফলে অবনতি হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির। প্রদীপবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জ্বলন্ত এই সমস্যা সমাধানে সরকারের কোনও পরিকল্পনাই নেই। উল্টে এনআরসি বা অসম চুক্তির ছয় নম্বর ধারা বাস্তবায়নের মতো অর্বাচীন এবং অবান্তর বিষয় নিয়ে সরকার বিগত পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছেন। প্রদীপ দত্তরায় বলেন, কর্মসংস্থান প্রতিটি মানুষের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার।

কাজেই যতদিন বরাকের বেকারদের সরকার চাকরি দিতে না পারছে না, ততদিন মাসিক হিসেবে মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের পাঁচ হাজার, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সাত হাজার, স্নাতকদের দশ হাজার এবং স্নাতকোত্তরদের প্রতিমাসে পনেরো হাজার টাকা করে বেকার ভাতা প্রদানের জোরালো দাবি উত্থাপন করেন তিনি। অন্যথায় বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বরাক উপত্যকার বেকার যুবক যুবতীদের নিয়ে আন্দোলনে নামবে। জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে এই ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাবে বিডিএফ, বলেন তিনি।

হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রদীপ বলেন, অসমের ২৫ লক্ষ বেকার যুবক যুবতী সরকারের কাজকর্মে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হলে অনায়াসে আগামী নির্বাচনে এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। একই সঙ্গে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, যদি সৎসাহস থাকে-তো সরকার বরাক উপত্যকা থেকে যাঁরা ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদানের জন্য চিহ্নিত হবেন তাঁদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করুক। তাঁরা বিজেপির প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্যের পরিবর্তে এই সুযোগ পাচ্ছেন কিনা এটা অবশ্যই জনগণ বিচার করবেন।

ভিক্টোরিয়ায় ক্ষুব্ধ মমতার মঞ্চত্যাগে প্রতিক্রিয়ার ঝড় সামাজিক মাধ্যমে

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে "জয় শ্রীরাম" স্লোগান এবং এর পর তাঁর '"আমন্ত্রণ জানিয়ে অপমান উচিত নয়" মন্তব্যে প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছে সামাজিক মাধ্যমে। মঞ্চেই সরব মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বক্তব্য না রেখে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোড়ণ চলছে সামাজিক মাধ্যমে। গৌতম বাগুই লিখেছেন, "যারা এখানে জয় হিন্দ ছেড়ে জয় শ্রীরাম বলেছে তারা অন্যায় করেছে। কিন্তু একজন জনপ্রতিনিধিকে অপমান করতে অশালীন ভাষা প্রয়োজন হয় না। বরং জয় শ্রীরাম ধ্বনি যথেষ্ট - এটা কি বাঙালির ধৈর্য, বাঙালির সহিষ্ণুতা তথা বাঙালির বিচারবুদ্ধিকে খর্ব করে না? তাহলে বাংলার গর্ব কোথায়?" প্রদ্যোৎ মাইতি লিখেছেন, "বিজেপি-র বন্ধুদের বলি সুস্থ রাজনীতির সৌজন্যে দয়া করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একজন দলদাস ব্যক্তির তকমা দেওয়া নাই বা হলো।

আবেগ যেন না কখনোই সৌজন্যের তপ্ত মাঠে অযথা বিতর্ক উসকে দেয় যার ফলশ্রুতি রাজনীতির রোজনামচায় আমাদের কাদা ঘাঁটাঘাঁটি।" পাল্টা প্রশ্নে শুভ্রা দাস লিখেছেন, "জয় শ্রী রাম বললে উনার সমস্যা কোথায়?? উনি তো জয় শ্রী রাম বলেই সবাই কে চুপ করিয়ে দিতে পারতেন!!! জয় শ্রী রাম তো সবার, একা বিজেপির নয়!! উনি যখন আল্লাহ আল্লাহ ও কালেমা পড়েন তখন অন্যদের সমস্যা হয় না??? মানুষ কে বোকা বানানোর দিন শেষ।"

শুভজিৎ দে লিখেছেন, "বাঙালি নেতাজির অপমানের হিসেব নেবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যোগ্য জবাব দিয়েছেন। সপাটে থাপ্পড়। আর থাপ্পড় টা মোদীর গালে।" পাল্টা ভক্তিশঙ্কর বিশ্বাস লিখেছেন, "এখানে মোদি কি করেছে যে মোদির গালে থাপ্পর মারল? মোদিকে থাপ্পর মারতে খুব ভালো লাগে তাইনা? তারপর মোদি মারলে, পালাবার রাস্তা পাবে?

সুব্রত বসু পাল্টা লিখেছেন, "এটা কি করে নেতাজীর অপমান হল? মুখ্যমন্ত্রী তো বললেন জয় শ্রী রাম বলে ওনাকে অপমান করা হয়েছে।" অমিত রায় লিখেছেন, "জন্মদিন পালনটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছিল রামের নয়। জয় হিন্দ উঠলে বেশি খুশি হতাম।" সঞ্জয় চক্রবর্তী লিখেছেন, "ভাই শ্রী রাম বলা কী অপমানের, আমরা কি হিন্দু পরিবারের সদস্য নয়।" নৃপ দাস লিখেছেন, "জয় শ্রীরাম যদি গালি মনে করিস তাহলে সনাতন তথা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ কর।" শমীক গুহরায় লিখেছেন, "দাদা রামের নামে কাদের যেনো অ্যালার্জি আছে।"

সায়ক গুহরায় লিখেছেন, "নেতাজি একজন হিন্দু রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব, রামও হিন্দু রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব, মমতা মোদীরাও তাই, তাই জয় শ্রীরাম বলা নিয়ে কারোর সমস্যা হওয়ার কথা নয়।" সরোজ বিশ্বাস লিখেছেন, "জয় শ্রীরাম।" চঞ্চল কুমার দে লিখেছেন, "বেশ হয়েছে এবার থেকে বারবার শুনতে হবে জয় শ্রীরাম।" রুমা চক্রবর্তী লিখেছেন, "থাপ্পরটা উনি নিজে নিজেকেই দিলেন। সারাদিন নেতাজী মঞ্চ থেকে বিজেপি বিরোধী ভোট প্রচার করে একটি নির্লজ্জ অসভ্য নোংরা চোর।" সুভাষ সরকার লিখেছেন, "উনি নিজেকে হাসির পাত্র করেছেন।"

নেতাজি সুভাষ বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী পালিত শিলচরে

শিলচর (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি কাছাড়-এর উদ্যোগে শনিবার সকাল সাড়ে আটটায় শিলচরের শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে ট্যাবলো সহযোগে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে কল্লোল সংঘ, নেতাজি ছাত্র-যুব সংস্থা, নরসিং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মার্চ ফর সায়েন্স, সরকারি বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাছাড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠ, ডিএনএনকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পাবলিক ভিউ, এআইডিএসও, কমসোমল, এআইএমএসএস প্রভৃতি সংগঠন।

শোভাযাত্রায় সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, সভাপতি অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি দীপঙ্কর চন্দ, পরিতোষচন্দ্র দত্ত, সহ-সম্পাদক তমোজিৎ সাহা, রাহুল রায় এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য চিত্রভানু ভৌমিক, ড় এম শান্তি কুমার সিংহ, মধুমিতা দেব, মিলন উদ্দিন লস্কর, রাহুল দাশগুপ্ত, মৌলানা এমএম হানিফ লস্কর, ভবতোষ চক্রবর্তী, হিল্লোল ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র দাস, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, কনক পাল, দিলীপ নাথ, চাম্পালাল দাস, দুলালী গাঙ্গুলি প্রমুখ পা মিলিয়েছেন। শোভাযাত্রা ক্ষুদিরাম বসুর পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সেন্ট্রাল রোড, প্রেমতলা, হাসপাতাল রোড হয়ে রাঙ্গিরখাড়ির নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশে পৌঁছে।

সেখানে সমিতির সভাপতি, সম্পাদক সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এদিন বিকেলে শিবালিক পার্ক ডেভেলপমেন্ট কমিটি, আমার স্বজন, মেহেরপুর, নয়া গ্রুপ ও অ্যাপলো ক্লাব-এর ব্যবস্থাপনায় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের সভাপতি ড় তপোধীর ভট্টাচার্য এবং শিলচর মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড় দেবশ্রী দত্ত, বিজিত কুমার সিংহ প্রমুখ।

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নেতাজির মূর্তি পুষ্পার্পণ করে প্রদর্শনী ঘুরে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : নেতাজির জন্মজয়ন্তী পালনে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার নেতাজি ভবন থেকে বেরিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে নেতাজির মূর্তি পুষ্পার্পণ করে, প্রদর্শনী ঘুরে দেখলেন মোদী। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ভিক্টোরিয়া যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সেখানে যোগ দেন পরাক্রম দিবসের অনুষ্ঠানে।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ জন্মজয়ন্তী পালনে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে পৌঁছে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর প্রধানমন্ত্রী ঘুরে দেখেন নানান প্রদর্শনী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান প্রধানমন্ত্রী। এরপর তিনি যান ভিক্টোরিয়া।

এর আগে আজ বেলা পৌনে ৩ টে নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে রেস কোর্সে আসেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে নেতাজি ভবনে পৌঁছে যান মোদী। নেতাজি ভবন ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখার পর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি এই রুট ঠিক করেছে। এরপর রেস কোর্স থেকে শনিবার রাতে হেলিকপ্টারে বিমানবন্দরে ফিরে বিশেষ বিমানে দিল্লি ফিরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কারবি আংলং পুলিশ-আধাসেনার জালে তিন উগ্রপন্থী

ডিফু (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগ-মুহূর্তে কারবি আংলং পুলিশ এবং আধাসেনা সিআরপিএফ-এর অভিযানে আটক হয়েছে তিন উগ্রপন্থী সদস্য। তাদের জেলার সিংহাসন পাহাড়ের গোপন ডেরা থেকে আটক করা হয়েছে বলে কারবি আংলং পুলিশের জনৈক আধিকারিক শনিবার জানিয়েছেন। পুলিশের পদস্থ আধিকারিকটি জানান, ইতিমধ্যে উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে গোটা জেলায় তীব্র অভিযান চালিয়েছেন তাঁরা। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সিআরপিএফ-এর জওয়ানদের নিয়ে সিংহাসন পাহাড়ের পিট আইজলে অভিযান চালিয়ে ইউপিআরএফ (মার্টিন গোষ্ঠী)-র তিন সক্রিয় ক্যাডারকে আটক করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে একটি পিস্তল এবং দুই রাউন্ড সতেজ গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, ধৃত তিনজনের মধ্যে অর্জুন নামের ক্যাডার দলের শীর্ষ নেতা। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

গুয়াহাটিতে গ্রেফতার ইরানি গ্রুপের কুখ্যাত ছয় সদস্য, বাজেয়াপ্ত বেশ কিছু চুরির সামগ্রী

গুয়াহাটি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : কামরূপ পুলিশ এক গোপন অভিযান চালিয়ে গুয়াহাটির কামাখ্যায় অবস্থিত বাবাধাম-এর নিকটবর্তী একটি লজ থেকে ইরানি গ্রুপের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। গত বেশ কিছুদিন ধরে ইরানি গ্রুপের এই কুখ্যাত ছয় সদস্য এই লজে আশ্রয় নিয়ে চালিয়েছিল লুটপাট। বিশেষ সূত্রের তথ্যেক ভিত্তিতে কামরূপ পুলিশ ইরানি গ্রুপের এই ঘাঁটিকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার পলাশবাড়িতে এক লুটপাটের ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। এর পর কামরূপ পুলিশ ওই লুটপাটের তদন্ত শুরু করে। পুলিশের পাতা ফাঁদে ধরা পরেছে ইরানিদের ছয় সদস্য।

শনিবার আমিনগাঁওয়ে কামরূপের পুলিশ সুপার হিতেনচন্দ্র রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এই অভিযান সম্পর্কে জানান। পুলিশ সুপার হিতেন রায় জানান, গুয়াহাটি মহানগরে অবস্থান করে এরা অপরাধ সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। মহানগরের কামাখ্যার নিকটবর্তী বাবাধাম-এর কাছে একটি লজ হানা দিয়ে ইরানি গ্রুপের এই ছয় সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তিনি বলেন, ইরানি গ্রুপটি কামরূপ জেলায় ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। এ রকম দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন। কামরূপ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সঞ্জীব শইকিয়া এবং ডিএসপি কল্যাণ পাঠকের নেতৃত্বে গোপন অভিযান চালিয়ে পুলিশ ইরানি গ্রুপের সদস্যদের পাকড়াও

ছয়ের পাতায়

"গোঁড়ামি থেকেই যে ফৌজের সেনাদের মুক্ত করেছিলেন বাবা" অনিতা পাফ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : আবিদ হাসান কীভাবে সাবমেরিনে করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার পথে সুভাষচন্দ্রকে দীর্ঘ পথ সঙ্গ দিয়েছিলেন, সে কথা প্রায় সবাই জানেন, ইম্ফল যুদ্ধে নিহত আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সরকারি তালিকায় রয়েছে সুলতান সিং, সর্দার সিং, ফজল করিম, রূপ সিং, হরদীপ, গুলজার সিং, ইব্রাহিম, আব্দুল আজিজ, অমর সিং, অর্জুন সিং, বাঘা খান, আমেদ খান, আলি মহম্মদ, নিজামুদ্দিন, আমিন লাল, যশবন্ত সিং, পিয়ারা সিং, রামপাল, করম সিং, মহম্মদ ইউসুফের মত আজস্র শিখ ও মুস্লিমের নাম।

বর্মা সীমান্ত পার হয়ে ১৯৪৪ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে নেতাজির নেতৃত্বে এইসব সেনারা একের পর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইংরেজদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ৬ এপ্রিল ব্রিটিশ সেনা নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমায় দারুণভাবে পরাজিত হয় এই মিশ্র ধর্মাবলম্বী সেনাদের কাছে। ১৮ এপ্রিল মৈরাং ইংরেজদের হাতছাড়া হল। নেতাজী স্বয়ং উত্তোলন করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা। অন্যাদিকে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে উড়ল ওই পতাকা। নেতাজি জায়গাটার নাম দিলেন শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ডায়েটে ঘোষণা করলেন ভারতের আজাদ হিন্দ ফৌজ দখল করা এলাকায় সরকার গঠন করবেন।

জার্মানিতে আউগসবুর্গে নেতাজি দুহিতা অনিতা পাফকে প্রশ্ন করেছিলাম, কী সেই অসাধারণ রহস্য যার মাধ্যমে সেনাদের চেতনার মানোন্নয়ন করতে পেরেছিলেন নেতাজী? অনিতা জানান, "বাবার জীবনে ছিল একটাই স্বপ্ন স্বাধীন ভারত। তিনি তাঁর সেনাদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতেন সেনারা যেন স্ব স্ব ধর্ম মেনে নিয়মিত আহার গ্রহণ ও উপাসনা করতে পারে। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে মিশে যেতেন আমার বাবা। গোঁড়ামি থেকেই যে ফৌজের সেনাদের মুক্ত করেছিলেন বাবা। কেবল তাই নয়, সে যুগে মহিলাদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন এক পৃথক ইউনিট। যেটা পরবর্তীকালে বহু গবেষককে অবাক করেছে।"

পিভি নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নেতাজিকে ভারতের সর্বোচ্চ সরকারি সম্মান 'ভারতরত্ন' দেওয়া হলে দেশব্যাপী তুমুল প্রতিবাদ ও আলোড়ন হয়। সুপ্রিম কোর্ট অবধি বিষয়টি গড়ায়। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে হয় সরকারকেই। এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিলাম অনিতার কাছে। অনিতা জানান, "ভারতরত্নের এই স্বীকৃতি আমাদের পরিবারের প্রায় সকলেরই তীব্র আপত্তির কারণ হয়েছিল। ভারতের জনসাধারনও বিষয়টা মেনে নিতে পারেননি। কারণ, অসাধারণ দেশপ্রেমের নিদর্শন বা স্বীকৃতি হিসাবে গোড়ার দিকেই যদি তাঁকে এই সম্মান জানানো হত, আপত্তির খুব একটা কারণ থাকত না। কিন্তু নানা সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষ চন্দ্রের অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। গত চার দশকে বিভিন্ন পেশার এমন অনেকে এই স্বীকৃতি পেয়েছেন, যাঁদের কোনও মাপকাঠিতে বাবার সঙ্গে এক আসনে বসানো যায় না। ভারত সরকার নেতাজিকে যদি প্রকৃতই সম্মান দেখাতে চাইত, তার জন্য অনেক পথ ছিল। ১৯৯৩-র অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। দেশব্যাপী কোনও সরকারি পরিকল্পিত অনুষ্ঠান হয়নি। শেষ সময়ে লোকদেখানো কিছু অনুষ্ঠান হল মাত্র।"

তিন তিনটে কমিশনের পরেও নেতাজীর মৃত্যু নিয়ে বিভ্রান্তি কাটেনি। এ প্রসঙ্গে অনিতা পাফের মতে, "এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সব কিছু বিচার করে বিমান দুর্ঘটনার তত্বটাকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। অবশ্যই, এর যথেষ্ঠ প্রমাণ নেই। গুমনামী বাবা-র বিষয়টি একেবারেই বাস্তব নয়। ওটা নিছকই অপপ্রচার। বাবার ভাবমূর্তির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।"

প্রশ্ন ছিল, যে মাতৃভূমির জন্য সুভাষ চন্দ্র তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই কলকাতায় তিনি কতটা আসার সুযোগ পান? কতটা যোগাযোগ আছে বসু পরিবারের সঙ্গে?

অনিতা এই প্রতিবেদককে জানান, তাঁর প্রথম কলকাতা সফর ছিল ১৯৬১-র শীতকালে। সে বছরই বেঙ্গালুরুতে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় মার্টিনের। বিয়ে হয় ১৯৬৫-তে। দ্বিতীয়বার ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে। ৫ দিনের সেই সফরে গিয়ে অনিতা তাঁর বাবার লেখা সব বইয়ের স্বত্ব দিয়ে আসেন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো-কে। নেতাজির ভাইপো বিশিষ্ট চিকিৎসক শিশির বসু ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা বসু ওই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সবরকম চেষ্টা করছেন। অনেক আগে থেকেই নেতাজির স্মৃতিরক্ষার নানা কাজ করেছেন ওঁরা। ১৯৮৭-র জানুয়ারিতে অনিতা-মার্টিন আসেন কলকাতায়। উপলক্ষ ছিল নেতাজির ৯০-তম জন্মবার্ষিকী ও তাঁর কর্মকান্ডর ওপর ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আর ১৯৯৫ সালের ২১ জানুয়ারি রাত ২টো ২০ মিনিটে কেএলএম-এর উড়ানে এসেছেন। সেবার সঙ্গে ২০ বছরের মেয়ে মায়া কারিনা। প্রথম কলকাতা সফরে এসে নেতাজির জনপ্রিয়তা দেখে মায়া হতবাক। মায়ের কাছে, পরিবারের বড়দের কাছে দাদুর গল্প শুনে সে হতবাক। সত্যিই যে কারও জনপ্রিয়তা এত ব্যাপক হতে পারে, কিশোরী মায়ার কাছে এতদিন তা ছিল ধারণার অতীত। বাঙালিদের মত শাড়ি পরে মায়ের সঙ্গে নেতাজি-অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মায়া। স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠেছিলেন আলোকচিত্রীদের টার্গেট। এর পরেও নানা সময়ে অনিতা এসেছেন ভারতে।

আলোচনার খেই ধরে এসে গেল অনিতার পরিবারের নানা প্রসঙ্গ। শ্বেতাঙ্গিনী, এককালের ডাকসাইটে যে যুবতী সুভাষ চন্দ্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন ফ্রেন্ড, ফিলজফার, গাইড হিসাবে, সেই এমিলির কথা। অনিতা জানান, এমিলি ভিয়েনায় থাকতেন। চাকরি করতেন টেলিফোন সংস্থায়। শেষদিকে বয়সগত অসুস্থতায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তবে, স্মৃতিশক্তি ছিল সজাগ। ১৯৮৭ নাগাদ চলে আসেন আউগসবুর্গে, মেয়ের কাছে। শেষ জীবনে তিন নাতি নাতনি পিটার অরুণ, টমাস কৃষ্ণ, মায়া আর পিটারের ছেলে নিকোলাইকে পেয়েছেন খুব কাছে থেকে। ১৯৯৬-এর ১৩ মার্চ জীবনাবসান হয় এমিলি শেঙ্কলের। বয়স হয়েছিল ৮৬।

অসমে পৃথক পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক আহত প্রায় ২২

গুয়াহাটি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে পৃথক দুই স্থানে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘনায় জনৈক বাইক আরোহীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই ঘটনা এবং অন্য এক দুর্ঘটনায় প্রায় ২২ জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। নিহত বাইক আরোহীকে জনৈক মিলন হাজরিকা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, দুটি দুর্ঘটনাই মধ্য অসমের নগাঁও জেলায় সংঘটিত হয়েছে। জেলার কলিয়াবর বিধানসভা এলাকার জখলাবন্ধায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যবরণ করেছেন জনৈক বাইক আরোহী। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্য একজন। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কলিয়াবরের আমনিতে অবস্থিত বন্ধন ব্যঙ্কের কর্মচারী তথা গোলাঘাটের ফারকাটিং নিবাসী মিলন হাজরিকা (২৬) এবং শরৎ ভুইয়াঁ (২৮) তাঁদের কার্যালয়ের কাজ শেষ করে এএস ০৩ এক্স ২৩৯০ নম্বরের পালসার মোটর বাইক নিয়ে জখলাবন্ধায় এনআরএল পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু পেট্রোল পাম্পের কাছেই ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পণ্যপরিবাহী একটি ট্রাক এসে তাদের বাইকে পিছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা মারলে উভয়ে ছিটকে পড়েন।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ রাস্তা থেকে মিলন হাজরিকা এবং শরৎ ভুইয়াঁকে উদ্ধার করে জখলাবন্ধা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার মিলন হাজরিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করে শরৎ ভুইয়াঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে উন্নত চিকিৎসার জন্য সংকটজনক অবস্থায় তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। জানা গেছে, নিহত মিলন হাজরিকা নববিবাহিত।

এদিকে নগাঁও জেলারই পুরণিগুদাম এলাকায় শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে এএস ০১ জিসি ৩৯৪৯ নম্বরের এক তীর্থযাত্রী বোঝাই আলট্রা বাস। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ২১ জন তীর্থযাত্রী। দুর্ঘটনাটি পুরণিগুদামের তেলিয়াগাঁওয়ে সংঘটিত হয়েছে। কলিয়াবর অভিমুখি এএস ০১ জিসি ৫৮৭৩ নম্বরের একটি কয়লা বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় জনতা আহতদের সামাগুড়ি হাসপাতালে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নাতাশা—বরুণের বিয়ের দাওয়াত পাননি বচ্চন ও কাপুর পরিবার

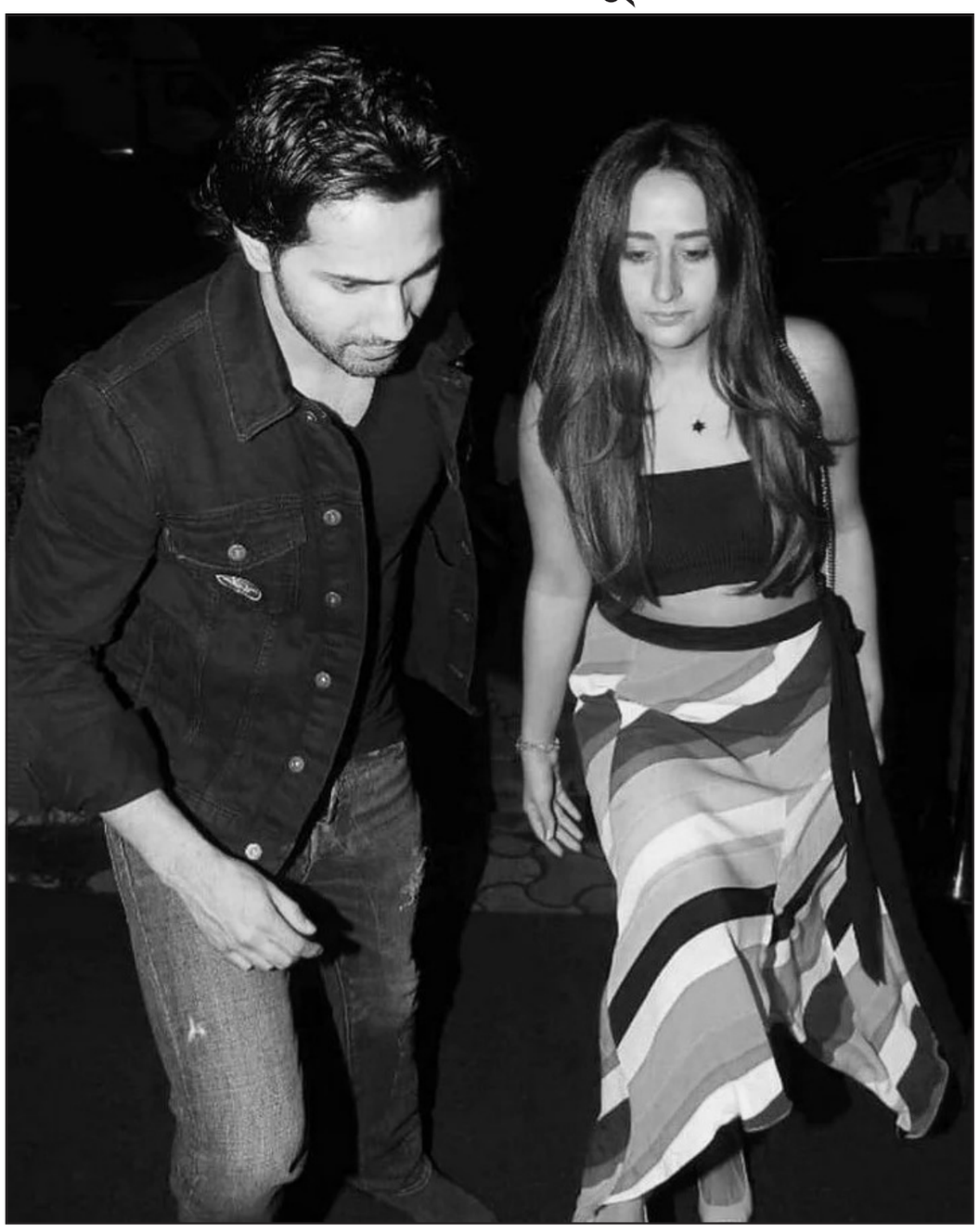

সাত পাকে বাঁধা পড়ছেন বলিউড তারকা বরুণ ধাওয়ান ও নাতাশা দালাল। নাতাশা-বরুণের দীর্ঘদিনের প্রেম। তাঁদের বিয়ে নিয়ে প্রতিনিয়ত নানা রকম খবর ঘুরছে বলিউডে। যদিও ধাওয়ান পরিবার থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা হয়নি। বরুণের বাবা নামকরা পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান চাননি, এই বিয়ে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি হোক। তাই ছেলেকে অনুরোধ করেছেন, বিয়ের বিষয়টা গোপন থাকুক।

ধাওয়ান ও দালাল পরিবার আজ সকালেই আলিবাগের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। সেখানকার এক অভিজাত অবকাশযাপন কেন্দ্রে বসবে বিয়ের আসর। এই বিয়েতে আসবেন বলিউড তারকারাও। কিন্তু এ মুহূর্তের চাঞ্চল্যকর খবর হচ্ছে, বচ্চন এবং কাপুর পরিবারের নাম আমন্ত্রিতদের তালিকায় নেই। এমনকি ডেভিড ধাওয়ানের কাছের বন্ধু অভিনেতা গোবিন্দর নামও নেই সেখানে। এর কারণ নাকি করোনা। করোনার কথা মাথায় রেখে অতিথি তালিকা ছোট করেছে ধাওয়ান পরিবার।

বরুণ-নাতাশার বিয়েতে দাওয়াত পেয়েছেন বলিউডের ৪০ জন। সেই তালিকায় অমিতাভ বচ্চন, গোবিন্দসহ বড় বড় বেশ কিছু তারকার নাম নেই। কাপুর পরিবার থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কেবল রণবীর কাপুরকে। জানুয়ারির ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি বর-কনের পরিবারের সদস্যরা আলিবাগের বিলাসবহুল দ্য ম্যানশন হাউসে থাকবেন। যেখানে ২৫টি ঘর, সুইমিংপুল, আর বিশাল বাগানসহ আছে নানা রকম সুবিধা। ২৪ জানুয়ারি আলিবাগের বিলাসবহুল দ্য ম্যানশন হাউসেই বরুণ-নাতাশার চার হাত এক হবে। আর ২৬ জানুয়ারি বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। বলিউডের এই তারকা জুটির বিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা। মোতায়েন করা হয়েছে একদল সুরক্ষা কর্মী। বিয়ের আসরে বসানো হয়েছে বহু সিসিটিভি। দুই পরিবারের কর্মচারীদের কারও মুঠোফোন ব্যবহারের অনুমতি নেই সেখানে। বিয়ের আসর এমনভাবে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, যাতে বাইরে থেকে কেউ ছবি তুলতেও না পারে।

বরুণ-নাতাশার বিয়ের অনুষ্ঠানে গান—বাজনা নিয়ে কিছু খবর শোনা গেছে। অর্জুন ও জাহ্নবী কাপুর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। আর খবর অনুযায়ী, সালমান খান, আলিয়া ভাট, অনিল কাপুর, রণবীর কাপুর, ক্যাটরিনা কাইফও যাবেন সেখানে।

‘মাকে কথা দিয়েছি, ৩০-এর আগে বিয়ে না’

‘জাওয়ানি জানেমান’ দিয়ে গত বছর বলিউডের খাতায় নাম তুলেছিলেন আলিয়া ফার্নিচারওয়ালা। টিনা সিং চরিত্রে ছবিতে সাইফ আলি খান ও টাবুর সঙ্গে পর্দায় জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি।

এই মুহূর্তে ইন্টারনেট দুনিয়ায় ভাইরাল আলিয়ার একটি নাচের ভিডিও। সেখানে নিজের প্রিয় গান ‘কলঙ্ক’তে নাচতে দেখা গেছে তাঁকে। অনুরাগীরাও দারুণ পছন্দ করেছেন সেটা। সিনেমায় এই গানের সঙ্গে দেখা গেছে আরেক আলিয়াআলিয়া ভাটকে।

এক সাক্ষাৎকারে নিজের সম্পর্কে আলিয়া ফার্নিচারওয়ালা বলেছেন নিজের ব্যক্তিগত নানা কথা। জানিয়েছেন, মা বলিউড তারকা পূজা বেদিকে তিনি কথা দিয়েছেন, ৩০ বছর বয়সের আগে বিয়ে করবেন না।

আলিয়া বলেন, ‘আমার মা আর বাবার যখন বিচ্ছেদ হয়, তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ। সেই সময়ের কোনো স্মৃতিই নেই আমার। আমার একটা চমৎকার শৈশব আছে। বিচ্ছেদের পর মা---বাবা দুজনই নিজেদের জায়গায় ভালো আছেন। তাই এ নিয়ে আমার কোনো মন্দ লাগা নেই। আমি একা মায়ের সঙ্গে বড় হয়েছি। মা আমাকে বলেছেন, ৩০ বছরের আগে বিয়ে করার চেয়ে বোকামি আর নেই। আমি তাই মাকে কথা দিয়েছি, ৩০---এর আগে বিয়ে করব না। আমার হাতে তাই এখনো ছয় বছর সময় আছে। আস্তে—ধীরে প্রেম, বিয়ে করব। কোনো তাড়া নেই।’

অনুরাগ কশ্যপের সঙ্গে ইতিমধ্যে একটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন ফার্নিচারওয়ালা। অন্য একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনটি সিনেমার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তা ছাড়া চলছে রাজকুমার সন্তোষীর সঙ্গে ‘এক অওর গজব কাহানি’ সিনেমার কাজ।

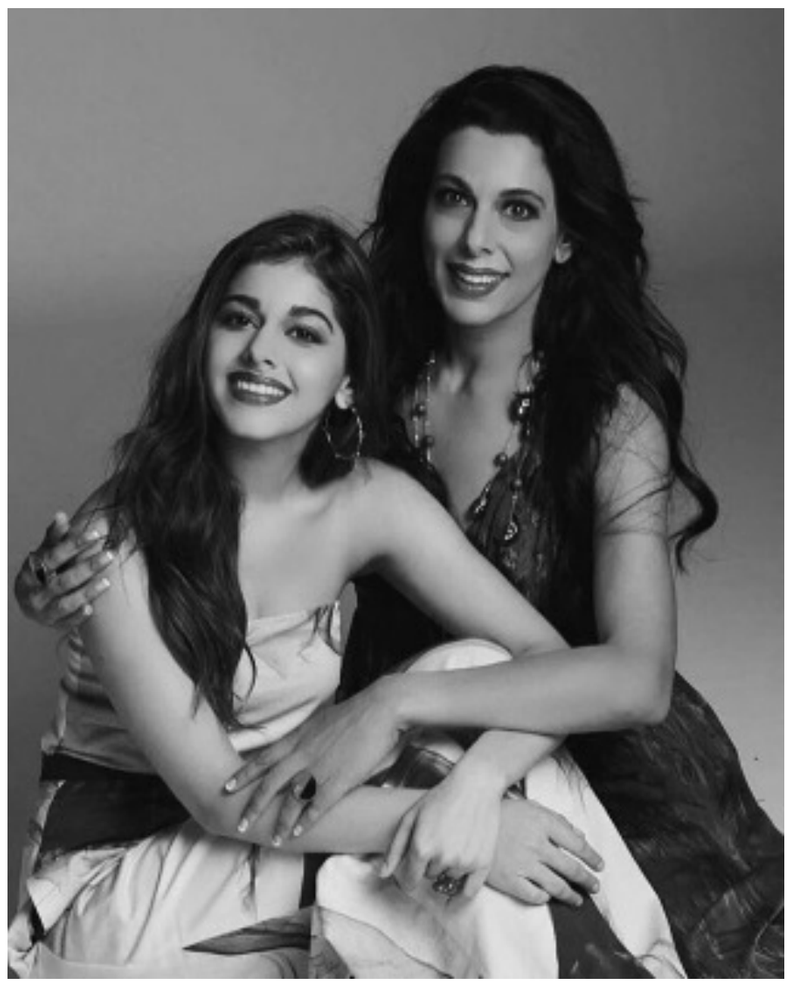

বলিউডে আসার আগেই আলিয়া ফার্নিচারওয়ালা সবার নজর কাড়েন। ইনস্টাগ্রামে নিজের নাচের ভিডিও পোস্ট করে তাক লাগিয়েছেন তিনি। চিত্রনির্মাতা নিতিন কক্করের ‘জাওয়ানি জানেমান’ ছবির মধ্য দিয়েই বলিউডে পদার্পণ করেছেন আলিয়া, যেখানে তাঁকে সাইফ আলি খানের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা গেছে। জানা যায়, ছবিতে সাইফের মেয়ের চরিত্রের জন্য ৫০ জনের অডিশন নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল আলিয়াকে। আলিয়ার মা বলিউডের সাবেক তারকা পূজা বেদি প্রথম অভিনয় করেন আমির খানের সঙ্গে ‘জো জিতা ওহি সিকান্দর’ ছবিতে। তিনি আরও অভিনয় করেছেন ‘বিষকন্যা’, ‘লুটেরা’, ‘আতঙ্ক হি আতঙ্ক’ আর ‘ফির তেরি কাহানি ইয়াদ আয়ি’ ছবিতে। এ ছাড়া তিনি টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছেন, প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়েছেন কয়েকটি রিয়েলিটি শোয়ে।

তাঁর বাবা অর্থাৎ আলিয়ার নানা বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা কবির বেদি আর মা প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী প্রয়াত প্রতিমা বেদি। ফারহান ইব্রাহিম ফার্নিচারওয়ালার সঙ্গে পূজা বেদির বিয়ে হয়েছিল। এই দম্পতির দুই সন্তান আলিয়া ফার্নিচারওয়ালা ও ওমর ইব্রাহিম।

প্রেমিকারা যেভাবে সুশান্তর জন্মদিন উদ্‌যাপন করলেন

‘কীভাবে যে শুরু করব, বুঝতেই পারছি না। আজকের এই দিনে আমি সুশান্তকে উদ্‌যাপন করব। ওর পুরোনো কিছু ভিডিও শেয়ার করব। আমি এভাবেই আমার পুরোনো সুশান্তকে জীবনভর মনে রাখতে চাই। স্কচ তোমাকে খুব মিস করত (২০১৬ সালে অঙ্কিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যখন সুশান্ত ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান)। আমার বিশ্বাস, এখন (সুশান্তর মৃত্যুর পর) ও তোমাকে আরও বেশি মিস করে। তুমি যেখানেই থাকো, এ রকমই থেকো। হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিমান, রোমান্টিক, পাগল আর আদুরে। আমি জানি, তুমি যেখানেই আছ, খুব সুখে আছ। আমার মনের এক কোণে তুমি সব সময় লেগে থাকবে।’

এভাবেই একটি ভিডিও পোস্ট করে সুশান্তর জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছেন অঙ্কিতা। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সুশান্তর পেছন পেছন তাঁদের পোষা কুকুর স্কচ দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আর অঙ্কিতা হাসতে হাসতে সেই ভিডিও করছেন। সাত বছর এক ছাদের নিচে থেকেছেন সুশান্ত আর অঙ্কিতা। তাঁদের পোষা প্রাণী স্কচ। সেই সময়কার ভিডিও এটি।

একটি নয়, আরও একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন অঙ্কিতা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সুশান্ত নাচছেন তাঁর প্রিয় নায়ক শাহরুখের ‘ডর’ সিনেমার ‘তু হ্যায় মেরি কিরণ’ গানে। শাহরুখ খানের কত বড় ভক্ত ছিলেন প্রয়াত এই অভিনেতা, তা কারও অজানা নয়। সে কথাই আবারও মনে করালেন অঙ্কিতা। ভিডিওতে সুশান্তর চুলের স্টাইল বলে দিচ্ছে এম এস ধোনির শুটিংয়ের সময়কার ভিডিও এটি।

এর কিছুদিন পরই ২০১৬ সালে মুক্তি পায় ‘এম এস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি’। বক্স অফিসে অভাবনীয় ব্যবসা করে। সবাইকে অবাক করে ২১৬ কোটি টাকা আয় করে ছবিটি। ছবিতে সুশান্তর অভিনয় দেখে বাস্তবের ধোনিও চমকে গিয়েছিলেন। রাতারাতি প্রথম সারির বলিউড তারকা বনে যান সুশান্ত। আর অঙ্কিতার সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয় সাত বছরের সম্পর্ক। এই ভিডিওর ক্যাপশনে অঙ্কিতা লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন সুশান্ত। যেখানেই থাকো, এ রকম করে হাসতে থাকো।’

অঙ্কিতার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর সুশান্ত নতুন করে সম্পর্কে জড়ান বলিউড তারকা কৃতি শ্যাননের সঙ্গে। কৃতি সুশান্তর ৩৫তম জন্মদিনে একটি ছবি পোস্ট করেন।

সেখানে ‘কাই পো চে’, ‘ছিছোড়ে’, ‘কেদারনাথ’, ‘শুদ্ধ দেশি রোম্যান্স’, ‘সনচিড়িয়া’, ‘ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী’, ‘দিল বেচারা’খ্যাত এই অভিনেতাকে হাসতে দেখা যাচ্ছে। তাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা মোটা থামের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে থাকতে। থামের ওপর লেখা, ‘আমি যখনই এখানে আসি, তোমার কথা মনে পড়ে।’ এই ছবির ক্যাপশনে কৃতি লিখেছেন, ‘এভাবেই আমি তোমাকে মনে রাখতে চাই। এই শিশুর মতো হাসিমুখই তুমি। তুমি যেখানেই থাকো, একটা পরিতৃপ্তির হাসি পড়ে থাকুক তোমার ঠোঁটের এক কোণে।’

এদিকে সুশান্তর সর্বশেষ প্রেমিকা রিয়া চক্রবর্তী সুশান্তর জন্মদিনের আগের দিন রাস্তার ধার থেকে কিনেছেন একটা লাল গোলাপের তোড়া।

তারকাখ্যাতি টানছে না মাতৃত্বই জোলির প্রথম প্রাধান্য

অস্কারজয়ী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ছয় সন্তানের মা। আর এ মুহূর্তে মাতৃত্বই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। সন্তানদের দেখভালের জন্য হলিউডের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে তাঁর। বলেছিলেন, ক্যামেরার সামনে আর নয়, কাজ করবেন পেছন থেকে। এখন ছবি পরিচালনার সময়ও নেই হাতে। সব সময় তুলে রেখেছেন সন্তানদের জন্য। তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য, শপিং করার জন্য। তারকাখ্যাতি এখন আর টানছে না তাঁকে। সন্তানদের একটা স্বাভাবিক জীবন দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন তিনি।

জোলি তাঁর প্রথম সন্তান ম্যাডক্সকে দত্তক নিয়েছিলেন ২০০২ সালে, কম্বোডিয়া থেকে।

এই ‘বড় ছেলে’র বয়স এখন ১৯। দক্ষিণ কোরিয়ায় সিউলের ইওনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন তিনি। ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে এসে খুব মন খারাপ ছিল তাঁর। প্যাক্সকে দত্তক নেওয়া ভিয়েতনাম থেকে। জাহরার জন্ম সিরিয়ায়, সেখান থেকেই জোলি দত্তক নেন তাকে। এরপর তিনি জন্ম দেন শিলোহ ও যমজ সন্তান নক্স আর ভিভিয়েনকে। সবচেয়ে ছোট দুজনের বয়স ১৩। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ায় মন ভালো নেই জোলির। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৪৫ বছর বয়সে এসে আবারও সন্তান দত্তক নেবেন তিনি। সে জন্য খোঁজখবরও নিচ্ছেন।

লকডাউন শিথিল হওয়ার পর গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকবার জোলিকে দেখা গেছে সন্তানদের হাত ধরে শপিং করতে। কখনো রাস্তায়, কখনো দোকানে।

একটি অস্কার ও তিনটি গোল্ডেন গ্লোবজয়ী এই অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ এক সূত্র হলিউড রিপোর্টারকে জানিয়েছে, এই মুহূর্তে জোলির সব মনোযোগ তাঁর ছয় সন্তানের দিকে। আর কোনো কিছুই টানছে না তাঁকে। জোলি চান, তাঁর সন্তানেরা যেন একটা স্বাভাবিক জীবন পায়। অন্য শিশুরা যেসব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বড় হয়, জোলি চান, তাঁর সন্তানেরাও সেসবের ছোঁয়া পাক। জাহারা (১৬) আর শিলোহ (১৪) এখন কিশোরী। জোলি এই বয়সের মেয়েদের মন বুঝতে চান। প্রয়োজনে সন্তানদের নিয়ে তিনি চলে যাবেন অন্য কোথাও।

১৯৯৬ সালে অভিনেতা জনি লি মিলারকে বিয়ে করেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। দ্বিতীয়বার তিনি বিয়ে করেন অভিনেতা বিলি বব থরটনকে, ১৯৯৯ সালে। সবশেষ ২০১৪ সালে ব্র্যাড পিটকে বিয়ে করে সংসারী হন জোলি। কিন্তু তা-ও ভেঙে যায় ২০১৬ সালে।

২০১১ সালে টিভি সিরিজে ঝড় হয়ে এসেছিল ‘গেম অব থ্রোনস’। ২০১৯ সাল পর্যন্ত এ ঝড়ে টিভি সিরিজের ইতিহাসে নানা রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তৈরি হয় নতুন রেকর্ড। সেই ‘গেম অব থ্রোনস’-সিরিজের প্রিক্যুয়েল বানানোর ঘোষণা শোনা গিয়েছিল আগেই। কিন্তু প্রিক্যুয়েল (আগের ঘটনা) যে একাধিক হবে, তা হয়তো জানা ছিল না সিরিজ ভক্তদের।

বিভিন্ন রাজপরিবারের সিংহাসন পাওয়ার লড়াই নিয়ে তৈরি হয়েছে মার্কিন চ্যানেল এইচবিওর ‘গেম অব থ্রোনস’-এর কাহিনি। সিরিজটির শেষ পর্ব টারগারিয়ান রাজপরিবারের শেষ উত্তরসূরি ডিনেরাস টারগারিয়ানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। প্রিক্যুয়েলে সেই টারগারিয়ান পরিবারের ইতিহাস তুলে ধরা হবে। এর আগে এইচবিও ঘোষণা দিয়েছিল, প্রিক্যুয়েলটি পাস করেছে তারা। এটি প্রযোজনার দায়িত্বে আছেন জর্জ আর আর মার্টিন ও রায়ান কোন্ডাল। মার্টিনের ‘ফায়ার অ্যান্ড ব্লাড’ বই থেকে তৈরি হবে প্রিক্যুয়েল অংশটি।

এবার শোনা গেল, আরও একটি প্রিক্যুয়েল বানানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভ্যারাইটি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এই প্রিক্যুয়েল বানানো হচ্ছে ‘টেলস অব ডাঙ্ক অ্যান্ড এগ’-এর অনুপ্রেরণায়। এটি একটি সিরিজ উপন্যাসিকা। এইচবিও প্রিক্যুয়েলটির প্রাথমিক কাজ গুছিয়ে এনেছে।

টিভি সিরিজটিতে এক ঘণ্টাব্যাপী থাকছে এক একটি পর্ব। জর্জ আর আর মার্টিনের উপন্যাসিকা অবলম্বনে এ সিরিজে উঠে আসবে স্যার ডানকান দ্য টল ও তরুণ এগন ভি টারগারিয়ানের কাহিনি। ‘আ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার’-এর ৯০ বছর আগের কাহিনি এটি।

মার্টিন তিনটি উপন্যাসিকা প্রকাশ করেন ‘টেলস অব ডাঙ্ক অ্যান্ড এগ’ সিরিজ নামে। ১৯৯৮ সালে ‘দ্য হেজ নাইট’, ২০০৩ সালে ‘দ্য সোয়ার্ন সোর্ড’ ও ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় ‘দ্য মিস্ট্রি নাইট’। এগুলো একসঙ্গে প্রকাশিত হয় আবার ২০১৫ সালে ‘আ নাইট অব দ্য সেভেন কিংডমস’ নামে।

এখনো কোনো লেখক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হননি। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এইচবিও সিরিজটিকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। যাতে ‘গেম অব থ্রোনস’-এর মতো আবারও সফল হওয়া যায়।

শনিবার নেতাজি জন্ম জয়ন্তি উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের তরফে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মাইজডিহি স্পোর্টস ক্লাবের কাছে সাত উইকেটে পরাজিত সুপ্রাকান্দি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : মাইজডিহির দুই অভিজ্ঞ পেস বোলার উদয়শংকর ও অমিতাভের আগুনে বোলিঙে দাঁড়াতেই পারল না প্রথমবারের মতো এ ডিভিশন লিগে অংশগ্রহণকারী সুপ্রাকান্দি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। মাইজডিহি স্পোর্টস ক্লাবের এই দুই পেস বোলারই বিপক্ষের ৯ জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান। করিমগঞ্জ ডিএসএ আয়োজিত আশুতোষ চৌধুরী ও বেলারানি চৌধুরী মেমোরিয়াল আন্তঃক্লাব এ ডিভিশন ক্রিকেটে শনিবার সুপ্রাকান্দিকে ৭ উইকেটে হারিয়ে লিগে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল মাইজডিহি। আজ করিমগঞ্জ সরকারি স্কুলের মাঠে প্রথমে ব্যাট করে ১৯.৫ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করে সুপ্রাকান্দি। বিপক্ষ দল মাইজডিহির অভিজ্ঞ দুই পেস বোলারের মাপা লাইন লেংথের কাছে ধরাশায়ী হয় সুপ্রাকান্দির ব্যাটিং লাইনাপ। তাদের দলের হয়ে লোয়ার ওর্ডার ব্যাটসম্যান বিভাস ভূষণ রায় একটি চার একটি ছয়ের সাহায্যে ৩৮ বলে সর্বাধিক ২১ রান করেন। এছাড়া সমসংখ্যক বল খেলে একটি চারের সাহায্যে ১১ রান করেন অসীম সূত্রধর। তবে সুপ্রাকান্দির স্কোরবোর্ডে সর্বাধিক ২৭ রান আসে শ্রীমান অতিরিক্ত থেকে।
এদিন সুপ্রাকান্দির ইনিংসে ধস নামান এ মুহূর্তে করিমগঞ্জ জেলার সবচাইতে অভিজ্ঞ দুই পেসার উদয়শংকর দাস এবং অমিতাভ দাস। দুজনের মধ্যে উদয়শংকর দাস ৫ ওভার হাত ঘুরিয়ে একটি মেডেন দিয়ে ১৬ রানের বিনিময়ে বিপক্ষের পাঁচটি উইকেট তুলে নেন। পিছিয়ে ছিলেন না অন্য বোলার অমিতাভ দাস (টুসু)। তাঁর বোলিং বিশ্লেষণটি ছিল এ-রকম, ৫.৫-২-১৪-৪ উইকেট। জবাবি ব্যাটিঙে খেলতে নেমে মাত্র ১০.৩ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট দল মাইজডিহি। তারা এই রান তাড়া করতে গিয়ে হারায় দুই ওপেনার ব্যাটসম্যান আব্দুস সালাম (৩৩) এবং সৈয়দ রেজাউল আলম (৩৪)। বলতে গেলে তাদের ওপেনিং জুটিতেই দলের জয় একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়। যদিও শেষের দিকে কম রানের ব্যবধানে উভয় ওপেনার ফিরে গেলেও দলের জয়ে কোনও ধরনের অসুবিধা হয়নি।সুপ্রাকান্দি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে বিভাস ভূষণ রায় দুটি এবং অন্য উইকেটটি দখল করেন পংকজ গোস্বামী। এদিন ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান মাইজডিহির পেস বোলার উদয়শংকর দাস।
উল্লেখ্য, আগামীকাল থেকে এ ডিভিশন ক্রিকেট ম্যাচ স্থগিত রেখে সরকারি স্কুলের খেলার মাঠে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু হবে। ডিএসএ-এর সূত্রে জানা গেছে, এক ফেব্রুয়ারি থেকে আসাম প্রিমিয়ার ক্লাব কাপ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরই এ ডিভিশন লিগের বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

শার্দুল ঠাকুর সহ অস্ট্রেলিয়া সফরে অভিষেককারী ৫ ক্রিকেটারকে এসইউভি গাড়ি উপহার দিচ্ছেন আনন্দ মহিন্দ্রা

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : শার্দুল ঠাকুর সহ অস্ট্রেলিয়া সফরে অভিষেককারী ৫ ক্রিকেটারকে এসইউভি গাড়ি উপহার দিচ্ছে মহিন্দ্রা। বিশেষ উপহারের কথা ঘোষণা করলেন মহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মহিন্দ্রা। তবে মহিন্দ্রা গ্রুপ নয়, এই উপহারের খরচ তিনি নিজেই বহন করবেন বলে শনিবার টুইট করে জানান আনন্দ মহিন্দ্রা।
অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট অভিষেক হয় শুভমন গিল, মহম্মদ সিরাজ, নভদীপ সাইনি, টি নটরাজন ও ওয়াশিংটন সুন্দরের। ২০১৮ সালে একটি টেস্ট খেলার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিসবেন টেস্টে কামব্যাক করেন শার্দুল ঠাকুর। ছয় তরুণ ক্রিকেটার ভারতের বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অস্ট্রেলিয়া সফর সেরে দেশে ফেরার তিন দিনের মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার ছয় তরুণ তুর্কির জন্য বিশেষ উপহারের কথা ঘোষণা করলেন মহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মহিন্দ্রা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অভিষেককারী পাঁচ ক্রিকেটারের সঙ্গে শার্দুল ঠাকুরকে নিজের খরচে এসইউভি গাড়ি উপহার দিচ্ছেন তিনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় মহিন্দ্রা জানিয়েছেন, 'ছয় তরুণ ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়া সফরের ঐতিহাসিক সিরিজে আত্মপ্রকাশ করে (শার্দুল আগে একটি টেস্ট খেলার পরে চোটের জন্য ছিটকে যায়)। ওরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যুবদের স্বপ্ন দেখার এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার রাস্তা দেখিয়েছে।'
আনন্দ মহিন্দ্রা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই উপহারের খরচ তিনি নিজের অ্যাকাউন্টা থেকে বহন করবেন। তাঁর সংস্থার খরচের সঙ্গে যোগ হবে না এই উপহারের মূল্য। মহম্মদ সিরাজ অবশ্য অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফিরেই একটি বএমডব্লিউ উপহার দিয়েছেন নিজেকেই।

তামিলনাড়ুর মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি কোনও সম্মান নেই মোদীর, দাবি রাহুল গান্ধীর

কোয়েম্বাটুর, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : তামিলনাড়ু সফরে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন তিনি দাবি করেন, তামিলনাড়ুর মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি কোনও সম্মান নেই মোদীর।
তিনদিনের তামিলনাড়ু সফরে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। প্রথম দিনই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন রাহুল। শনিবার কোয়েম্বাটুরে এক জনসভায় রাহুলকে বলতে শোনা যায়, "তামিলনাড়ুর মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি কোনও সম্মান নেই মোদির। আমরা মনে করি, তামিল, হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি সমস্ত ভাষারই স্থান রয়েছে আমাদের দেশে। বর্তমানে যে এক ভাষা, এক সংস্কৃতির আইডিয়া চাপানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে আমাদের লড়াই তারই বিরুদ্ধে।"
তামিলদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "তামিলনাড়ুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাজনৈতিক নয়। এ এক পারিবারিক সম্পর্ক। কোনও স্বার্থের জন্য আমি এখানে আসি না। আমি এখানে আসি কারণ আমি আপনাদের ভালবাসি। আপনাদের জন্য গর্ব অনুভব করি।"
বিতর্কিত কৃষি আইন নিয়ে চলতে থাকা আন্দোলন নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। তাঁর দাবি, "এটাই আমাদের সঙ্গে মোদির পার্থক্য। মোদীর সঙ্গে তিন-চারজন ব্যবসায়ীরই সম্পর্ক। ভারতীয়দের সব কিছুই উনি একে একে বিক্রি করে দিচ্ছেন। কৃষকদের সবকিছু কেড়ে নেওয়া হচ্ছে নতুন তিন আইনের মাধ্যমে।'

মোদীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম শুভেন্দুর, সামনে নীরবে দেখলেন মমতা

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) :বিজেপিতে তাঁর যোগদান অমিত শাহের হাত ধরে। তখনই চাউর হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যেতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী। সে দেখা না হলেও এই মুহূর্তে বিজেপির অন্যতম শক্তিধর নেতা হয়ে উঠেছেন শুভেন্দুবাবু। অবশেষে দেখা মিলল। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজির জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্যে এলেন শুভেন্দু অধিকারী।
সূত্রের খবর, এ দিন অন্তত ৪ মিনিট কথা হয় মোদী-শুভেন্দু অধিকারীর। সেই সময়ে অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শুভেন্দুবাবুর এক সময়ের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদীর কাছে আসতেই তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন শুভেন্দু। মোদী শুভেন্দুবাবুকে বলেন, তাঁর কথা তিনি শুনেছেন।আগামী দিনের কঠিন লড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে জন্য জোরালো ভাবে প্রস্তুতিও নিতে বলেন তিনি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়-সহ কয়েকজন বিজেপি নেতা।
সব মিলিয়ে নেতাজিকে স্মরণের দিনে ভিক্টোরিয়া সাক্ষী থাকল এক অদ্ভুত ত্রিকোণের, যার এক কোণে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী, অন্য দুই কোণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী।

গহপুরে ৩০ ফুট গভীর খাদে গাড়ি, হত দুই ব্যাঙ্ক কর্মচারী

গহপুর (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশ্বনাথ জেলার অন্তর্গত গহপুর মহকুমার বালিজানে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দুই কর্মচারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ওই দুর্ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনা গতকাল শুক্রবার রাত প্রায় দশটা নাগা সংঘটিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি প্রায় ৩০ ফুট গভীর খাদে পড়ে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।জানা গেছে, দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর গাড়ির ভিতর থেকে দুজনকে উদ্ধার করা হলেও অন্য দুই আরোহী গাড়ির ভিতরে জলের নীতে আটকে পড়েন। নিহতদের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বালিজান শাখার ক্যাশ অফিসার বিহারের বাসিন্দা বিশাল রাজ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অস্থায়ী কর্মচারী গহপুর ডুবিয়ার জারনি গ্রামের রামেশ্বর ওরাং। এঁরা ব্রহ্মাজানের দিক থেকে গহপুর শহরে আসছিলেন। পুলিশ জানিয়েছেন, বন্ধুকে তাঁর ভাড়াঘরে নামাতে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা।

গুয়াহাটি সহ গোটা অসমে যথাযথ মর্যাদায় নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালিত

গুয়াহাটি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে গোটা অসম সহ গুয়াহাটিতেও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় পালিত হয়েছে। নেতাজি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজ্যের কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ জেলার পাশাপাশি তিনসুকিয়া, লামডিং, হোজাই, নগাঁও, বরপেটা, ধুবড়ি প্রভৃতি স্থানে নানা কার্যক্রম পালিত হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা যেমন পল্টনবাজারের নেতাজিচকে মহান সেনানীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এভাবে কালাপাহাড়, লালগণেশ প্রভৃতি স্থানেও নেতাজিকে স্মরণ করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনতা। বিভিন্ন স্থানে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর সাথে সংগতি রেখে নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। শনিবার ছিল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা নেতাজির প্রতিমূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ অনিল কুমার বর্মন।
এছাড় পাণ্ডু বড়বাজারে নেতাজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, লেখক তথা প্রবীণ সাংবাদিক উদয়ন বিশ্বাস। পাণ্ডু আমেরিকান কলোনিতে প্রাক্তন সাংসদ শ্যামল চক্রবর্তী পতাকা উত্তোলন করে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন। এদিকে পাণ্ডু বিদ্যামন্দির হাইস্কুল, বিদ্যানিকেতন হাইস্কুল, আদাবাড়ি তিনালিতে নেতাজি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
এছাড়া পাণডু আজাদহিন্দ ক্লাব, পাণ্ডু জয়হিন্দ ক্লাব, মালিগাঁও গোটানগর স্কুলেও নেতাজিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়েছে আজ।

''জয় শ্রী রাম'' স্লোগানের সমালোচনায় বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) :ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজি জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উঠল ''জয় শ্রী রাম'' স্লোগান! যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।
ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এক বিবৃতিতে তিনি জানান, শনিবার কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী পালনের সরকারী অনুষ্ঠানে যে স্লোগান তোলা হয়েছে তা অনুচিত। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ দেওয়ার সময় এই অন্যায় কাজ করা হয়েছে। রাজ্যের পক্ষে মর্যাদাহানিকর কাজ হয়েছে। এই ঘটনা নিন্দনীয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে সরকারী অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করা ঠিক নয়।"
তবে সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম ''জয় শ্রী রাম'' স্লোগানের সমালোচনার করার পাশাপাশি, একইসঙ্গে তৃণমূল নেত্রীকেও বার্তা দেন। সেলিম বলেন, 'সরকারি মঞ্চে সরকারি খরচে বিজেপির লোক ভরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা হল। যতই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মতের বিরোধিতা থাকুক না কেন, এটা অত্যন্ত কুরুচিকর হল।' এরপরই কটাক্ষের সুরে তৃণমূল নেত্রীকে তাঁর পরামর্শ, 'আজ থেকে তিনি অন্তত এটুকু শপথ নিন যে উনি নিজেও সরকারের অনুষ্ঠানে দলের লোক ভরাবেন না।'
উল্লেখ্য, এ দিন ভিক্টোরিয়ার অনুষ্ঠান প্রতিবাদে কোনও বক্তব্য না রেখেই আসনে ফিরে যান ''অপমানিত'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভিক্টোরিয়ায় মমতার মঞ্চত্যাগে বিজেপি-র সমালোচনা

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেজাজ হারিয়ে কাটা কাটা বাক্যে অস্ত্র শানিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করলেন। আর এ নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি।
এদিন মমতা বললেন, 'সরকারি অনুষ্ঠানের একটা শালীনতা থাকা উচিৎ। এটা কোনও রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান নয়। এটা সকল মানুষের, সব রাজনৈতিক দলের সকলের অনুষ্ঠান। আমি প্রধানমন্ত্রীজি এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে কৃতজ্ঞ অনুষ্ঠানটি কলকাতায় আয়োজন করার জন্য। কিন্তু কাউকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে তারপর অপমান করা উচিৎ নয়। এর প্রতিবাদে আমি আর কোনও কিছু এখানে বলব না। জয় হিন্দ, জয় বাংলা।""
বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন, এ কেমন রাজনীতি?জয় শ্রীরাম ধ্বণিকে অপমান মনে করেন।" দলের পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য টুইটে লিখেছেন, "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে না গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করেছেন। নেতাজির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা না দিয়ে তিনি একই ঘটনা ঘটালেন। মহাপুরুষদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা বাংলা সহ্য করবে না।"
ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় এ দিন সন্ধ্যায় টুইটে লিখেছেন, "গর্মেন্ট কা পোগ্রাম মে কুছ ডিগনিটি হোনা চাহিয়ে।.....ইসকে পটেস্ট মে।

নেতাজিকে স্মরণ করে অসমে ১,০৬,৯০০ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপাট্টা প্রদান কর্মসূচির সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী

শিবসাগর (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : আজ ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মদিন। নেতাজি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কিংবদন্তি নেতা। চলতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে প্রতিবছর সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। তাঁর পরাক্রমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এছাড়া আজ অসমবাসীর কাছে তিনটি বিষয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য দিন। তিনটি বিষয় হল স্বাভিমান, স্বাধীনতা এবং সুরক্ষার সমন্বয়। আজ শনিবার উজান অসমের শিবসাগরের জেরেঙাপথারে (জেরেঙা ময়দান) বিশাল জনসভায় গোটা রাজ্যের ১,০৬,৯০০ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপাট্টা প্রদান কর্মসূচির সূচনা করে উদাত্ত ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
আজ সকাল ঠিক ১১টায় ঐতিহাসিক জেরেঙাপথারের জনসভায় উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে বিশেষ বিমানে যোরহাটের ররইয়া বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। সেখান থেকে বিএসএফের হেলিকপ্টারে জেরেঙাপথারে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করলে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের অন্য মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়কগণ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আজকের সমাবেশমঞ্চে ১০ জন ভূমিপুত্রের হাতে জমিপাট্টার সার্টিফিকেট তুলে দিয়ে প্রকল্পের সূচনা করে শুরু করেন ভাষণ। অসমিয়া ভাষায় ইংরেজি নববর্ষ এবং ভোগালি বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী সতী জয়মতীকে স্মরণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্যাগের প্রতীক জয়মতীর এই পবিত্র স্থান জেরেঙাপথার থেকে আজ এই পবিত্র প্রকল্পের শুভারম্ভ হয়েছে। তিনি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকার অসমিয়া ভাষায় একটি গানের পঙক্তি 'অ মোর ধরিত্রী আই চরণতে দিবা ঠাই, খেতিয়কর নিস্তার নাই মাটি বিনে অসহায়...' উচ্চারণ করে হিন্দিতে এর ব্যাখ্যা করে ভূমিপুত্রদের প্রতি বিজেপি সরকার যে কতটা দায়বদ্ধ তার ব্যাখ্যা করেন। বলেন, আজকের পবিত্র দিনে ভূমিপুত্রদের আইনি মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।
মোদী বলেন, ভূমিপুত্র (খিলঞ্জিয়া) ভূমিহীন কৃষকগণ এতদিন শঙ্কায় ছিলেন। এখন তাঁরা শঙ্কামুক্ত হয়েছেন। ভূমি পাট্টা পেয়ে তাঁরা উপকৃত হবেন। বলেন, সরকার ভূমিপাট্টা প্রদান করায় খিলঞ্জিয়া জনসাধারণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। বিজেপি সরকার এঁদের মঙ্গলের কথা ভেবে ভূমি আইন সংশোধনের মাধ্যমে লক্ষজনের ভূমিপাট্টা প্রদান করেছে। এই যে জমির পাট্টা, তা কেবল একটি কাগজ নয়, এর দ্বারা এঁরা ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অংশীদার হতে পারবেন, ব্যবসার জন্য ঋণ পেতে সহজ হবে, বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে অসমের ছয় লক্ষ পরিবার ভূমির পাট্টা পারছিলেন না। পূর্বতন সরকার বিস্ময়করভাবে এঁদের কথা ভাবার সময়ই পায়নি। অথচ আমাদের সরকার আজ ১ লক্ষ ৬ হাজার নাগরিকের হাতে পাট্টা প্রদান করেছে তা যে প্রশংসার দাবি রাখে তা বিরোধীদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তিনি বলেন, খুব শিগগির আরও এক লক্ষ পরিবারকে ভূমির পাট্টা দেওয়া হবে।
এদিকে আরেকটি কারণে আজ যে বিশেষ দিন তার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মদিন। নেতাজি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কিংবদন্তি নেতা। চলতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে প্রতিবছর সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করবে দেশ। তাঁর পরাক্রমে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সুভাষবাবু প্রকৃতার্থে একজন ভারতীয় এবং ভারত মাতার সুসন্তান। দেশ চিরদিন তাঁর ত্যাগ এবং দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। আজ গোটা দেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে নেতাজিকে নানাভাবে স্মরণ করছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।
তাছাড়া চা জনগোষ্ঠীয় জনসাধারণের প্রসঙ্গে মোদী বলেন, চা জনজাতির মানুষজন বিগত দিন অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। এখন তাঁরা বসতঘর, পানীয় জল, অনাময়, ব্যাঙ্কে সরকারি টাকা ইত্যাদি সব ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে চা বাগানে কর্মরতদের সরাসরি সংযুক্ত করা হয়েছে।
এছাড়া বড়ো চুক্তির ব্যাপারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বড়ো চুক্তি অসমের দীর্ঘদিনের এক জ্বলন্ত সমস্যার যবনিকা ঘটিয়েছে। বড়োদের আতংক আজ শেষ হয়েছে। বড়ো সমস্যা ইতিমধ্যে সরকার সমাধান করেছে। এখন কেবল উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে বিটিআর। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আজ অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল দ্রুত বিকাশের পথে। লুক-ইস্ট পলিসির অংশীদার হয়েছে অসম। অসমকে পূর্বঞ্চলের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে যাতায়তের ক্ষেত্রে উন্নীত করা হয়েছে। বহু রাস্তা-সেতু নির্মাণ হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় ঔদ্যোগিক বিকাশের পথ খুলেছে। আকাশপথে যোগাযোগের উন্নতি হয়েছে। অসমে তেল-গ্যাসে ক্ষেত্রে ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলেছে। তিনি বলেন, জলপথে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে মায়ানমার, বাংলাদেশে যাতায়াতের ব্যবস্থা বিজেপি সরকারের আমলে শুরু হয়েছে বলে জানিয়ে মোদী বলেন, ভবিষ্যতে অসম ইথানল প্রস্তুতকারী মুখ্য রাজ্য হিসেবে দেশের মধ্যে স্থান পাবে। জৈবিক ইন্ধন উৎপাদনে অসম অগ্রণী রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হবে বলে দাবি করেছেন মোদী। এভাবে সরকারি বেশ কিছু প্রকল্পের সফল রূপায়ণের প্রসঙ্গে কোভিডকালে উজ্বলা যোজনা ইত্যাদির তথ্যও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সতী জয়মতীর ত্যাগকে শতকোটি প্রণতি জানিয়ে বলেন, শিবসাগরকে দেশের পাঁচটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান বটদ্রবা থান, কাজিরঙাকে জবরদখলমুক্ত এই সরকার করেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ভূমিপুত্রদের ভাষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি রক্ষা এবং সুরক্ষা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এই সরকারের গঠনমূলক সৎউদ্দেশ্য-নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অবান্তর।
এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং

ছয়ের পাতায়

জয় শ্রীরাম ধ্বনির কড়া সমালোচনায় মহুয়া মৈত্র, মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের সমালোচনায় সায়ন্তন বসু

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সরকারি অনুষ্ঠানে জয় শ্রীরাম ধ্বনির কড়া সমালোচনা করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।
টুইটে মহুয়া মৈত্র লেখেন, নেতাজির ১২৫- তম জন্মদিনের সরকারি অনুষ্ঠানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি? 'জয় শ্রীরাম' সংসদে? যেখানে ধর্ম গু সরকার গু মানুষের নিশ্চিহ্ন হওয়া, আমাদের এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত।
অপর টুইটে মহুয়া এদিন সন্ধ্যায় লিখেছেন, নেতাজির কন্যা অনিতা পাফের মতে, অন্য ধর্মের প্রতি এত অসহিষ্ণুতা তাঁর বাবা মেনে নিতেন না। এটা একটা চরম পাগলামি।"
অন্যদিকে, বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুর বক্তব্য, ''জয় শ্রীরাম বা জয় মা তারা — যে স্লোগানই উঠুক না কেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ না দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়া কাম্য নয়।"
অচিরেই ভাইরাল হয় ভিক্টোরিয়ায় মমতার বক্তব্য। সর্বভারতীয় সংবাদ শিরোনামও হয় মমতার প্রতিবাদের ধরন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ বলছেন, জয় শ্রীরাম ধ্বনির পরিবর্তে নেতাজির জন্মদিনে জয় হিন্দ ধ্বনি তোলাটা মমতার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। হাজার শব্দের তুলনায় প্রায় কিছু না বলাটা অনেক বেশি মুনাফা দেবে তাঁকে, মত তাঁদের। আবার অন্য একদল পর্যবেক্ষকের বক্তব্য, "উনি বিষয়টা খেলোয়ারোচিত মনোভাবের সঙ্গে নিলে ভাল করতেন। এত অসহিষ্ণু মানুষকে লোকে মেনে নিতে পারে না।"

যাঁরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন, তাঁদের পরোক্ষে লম্পট ঠাওরালেন ডেরেক ওব্রায়ান

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : যাঁরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেন, তাঁদের পরোক্ষে লম্পট ঠাওরালেন ডেরেক ও''ব্রায়ান। শনিবার টুইটে এই মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ওব্রায়ান।
এদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে এই ধ্বনিনিয়ে যে কান্ড হয়, তার প্রেক্ষিতে ডেরেক এ রকম কথা বলেন। ডেরেক লেখেন, "আপনি কাউকে মর্যাদা শেখাতে পারবেন না। লম্পটদের মর্যাদাসম্পন্ন হওয়াও সেখাতে পারবেন না। সঙ্গে এক মিনিটের ভিডিও যুক্ত করলাম। সঙ্গে মর্যাদার জবাব।"
তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, ''একটা সরকারি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক স্লোগান! ভাবা যায়? এতে রুচিবোধের পরিচয় ঘটে, সংস্কৃতিবোধের অভাব স্পষ্ট হয়। ওঁরা জানেন না, নিজেরাই নিজেদের কতটা ছোট করলেন।"

'জয় শ্রীরাম' ইস্যুতে একযোগে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন বাম, কংগ্রেস

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : 'জয় শ্রীরাম' ইস্যুতে একযোগে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন বাম, কংগ্রেস নেতারা।
সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমের প্রতিক্রিয়া, ''রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের আদর্শ পৃথক হতেই পারে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে এ ধরনের স্লোগান নিন্দনীয়, কুরুচিকর। এতে বোঝা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানের দর্শক আসন কারা ভরিয়েছেন।"
এ নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর মত, ''উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই ওঁকে অপমানিত হতে দেখলে খারাপ লাগে। যা হয়েছে, তা কাম্য ছিল না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করা হয়েছে।"

বুলেটের জবাব ব্যালটে দেব- রাজু ব্যানার্জী

দুর্গাপুর, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): " রাজ্যে গনতন্ত্র নেই। আইনের শাসন নেই। ভয়ঙ্কর খেলা হোক আমরা ছেলে খেলা করব। পঞ্চায়েত ভোটের মতো গুন্ডা দিয়ে ভোট লুট করতে যদি যায়। হেঁটে যাবে আর খাটে ফিরবে। তবে বুলটের জবাব ব্যালটে দেব।" শনিবার বিজেপির নেতাজীর জন্মদিন উদযাপন বাইক র‍্যালিতে যোগ দিতে এসে এমনই তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী।
প্রসঙ্গত, নেতাজীর জন্মদিনটি ''পরাক্রম দিবস'' ঘোষনা করে কেন্দ্র সরকার। আর তাই এদিন দেশজুড়ে পরাক্রম দিবস পালিত হয়। শনিবার নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দুর্গাপুরে বিজেপি মোটরবাইক র‍্যালির আয়োজন করে। এদিন চিত্রালয় ময়দান থেকে বাইক র‍্যালি শুরু হয়। তাতে সামিল ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী, বিজেপির আসানসোল সাংগঠিনক জেলার সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই প্রমুখ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে তৃণমূলের বীরভুম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল আগামী নির্বাচনে ভয়ঙ্কর খেলা হবে বলেছিলেন। এদিন তার পাল্টা জবাবে বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী বলেন,' ভয়ঙ্কর খেলা হোক আমরা ছেলে খেলা করব। পুলিশ, গুন্ডা দিয়ে ভোট করবে। পঞ্চায়েত ভোটের মতো রিগিং করবে, ভোট লুঠ করবে। এটা চলবে না। গুন্ডা দিয়ে ভোট লুঠ করতে হেঁটে যাবে, খাটে ফিরবে।' তিনি আরও বলেন,' রাজ্যে গনতন্ত্র নেই। আইনের শাসন নেই। মানুষ বিরিক্ত।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডোনার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা এনইসি-র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. জিতেন্দ্র সিং এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীরাও।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত আড়াই বছরে বিভিন্ন বড় উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে এবং প্শাসন ও কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এসেছে। বেড়েছে স্বরোজগারীর সংখ্যা এবং যুব সম্পদায়ের মধ্যে স্বনির্ভরতার মানসিকতা। রাজ্যের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্যের মাথাপিছু আয় যা ছিলো ২০১৭-১৮ বছরে ১,০০,৪৪৪ টাকা বেড়ে ২০১৯-২০ বছরে দাঁড়িয়েছে ১,২৩,৬৩০ টাকা অর্থাৎ ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবিকা অর্জনের পথ খুলে দিতে এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে স্বনির্ভরতা তৈরি করতে খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হবে। ফল, সব্জি চাষ, পোল্টি ফার্মিং, মৎস্য চাষ, প্রাণী পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায় ৬ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে সহায়তা করা হবে এই প্রকল্পে। কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শহর এলাকার ব্যবসায়ীদের জন্য চালু করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা। এই প্রকল্পে দোকানদার, ব্যবসায়ী, রাস্তার পাশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স, বীমা ইত্যাদির সুযোগ পাবেন এবং এসসি/এসটি/ওবিসি/সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগম থেকে ঋণ দেওয়া হবে। সেজন্য ২০টি স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার এলাকায় বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে শস্য বৈচিত্র্য ও ভ্যালু এডিশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভু-া এবং মাষকলাই ডাল, লাভজনক শস্য চাষ এবং অর্গানিক ফার্মিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বর্গাদার যোজনায় রাজ্যের ৫০,০০০ বর্গাদার চাষির জন্য নাবার্ড থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০,৩৭৭ জন ভূমিহীন বর্গাদার এই ঋণ লাভ করেছেন। ক'ষকদের আয় ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচিতে ২০২৪-২৫-এর মধ্যে ৬৫,৫২৯ হেক্টর ক'ষি জমি সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ক'ষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় শুরু করে এখন পর্যন্ত ২৭,৭৩৫ জন ক'ষক থেকে ৪৮,৭১৬ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করে মোট ৮৬.৬৫ কোটি টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদেশী ফুল চাষ, মাশরুম, ড্রাগন ফ্রুট, আনারস চাষেও নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আনারসের বাজারজাতকরণের সুবিধার জন্য তিন জেলায় সোলার নির্ভর কুলিং চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে এবং সারা বছর যোগান রাখতে কেমিক্যাল স্ট্যাগারিং পদ্ধতিতে আনারস চাষ করা হচ্ছে।

দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাবার উৎপাদক ত্রিপুরার রাবার শিট-এর গুণমান বাড়াতে মোক হাউস নির্মাণ করা হচ্ছে। অটোমোটিভ টায়ার্স ম্যানুফেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (আতমা)-র বিশেষ প্রকল্পে ১১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ লক্ষ হেক্টর এলাকায় রাবার চাষ করা হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে ৭০০০ মেট্রিকটন। ২০২২-২৩ বছরের মধ্যে তা আরও বাড়াতে বায়োফ্লক, খাঁচার মাধ্যমে ও বৈ'ানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাছুরের উৎপাদন বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পে সে' সর্টেড সিমেন প্রক্রিয়ায় ক'ত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সম্মতভাবে মাংস উৎপাদনের জন্য পেচারথলে স্প্লটার হাউস নির্মাণ করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাক'তিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বিগত আড়াই বছরে ১৩,৮৪৫.৩৩ হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে এবং সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে ১,০০৬.৩০ কিমি রাস্তার পাশে গাছ লাগানো হয়েছে এবং ৯১২.৫০ কিমি নদীর তীরেও গাছ লাগানো হয়েছে। তেমনি বাঁশ লাগানো হয়েছে ৬৪৫.০০ হেক্টর এলাকায়। এই প্রথম রাজ্যে মুলি বাঁশের বিস্কুট তৈরি করা হয়েছে। বাঁশের ঝাড় এবং বোতল তৈরি ও বাজারজাত করা হচ্ছে। এ সমস্ত শিক্ষা সামগ্রী তৈরির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বনধন বিকাশ কর্মসূচিতে ১ হাজার জন কারু শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগর চাষ ও আগরবাতি তৈরি ও বাজারজাতকরণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর মিশনে। ১৫ আগস্ট, ২০২২-এর মধ্যে সমস্ত বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দিতে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অটল জলধারা মিশন শুরু করা হয় এবং ২০১৯-২০ বছরে ২২ শতাংশ বাড়িতে এই পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে এবং ত্রিপুরা থেকে রপ্তানি বেড়েছে ২০১৭-১৮ বছরের ৬.৪৬ কোটি টাকা থেকে ২০১৯-২০-তে ৩০.৩৪ কোটি টাকায়। আমদানি রপ্তানি আরও বাড়াতে সাবমে একটি বিশেষ জোন অর্থনৈতিক অ'ল (সেজ) গড়ে তোলা হচ্ছে। চ-গ্রাম বন্দরের সাথে যোগাযোগের সুবিধার জন্য ফেণী নদীর উপর মৈত্রী সেতুর নির্মাণ শেষের পথে। সাবমে একটি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট স্থাপনের প্রস্তাবও রয়েছে। আগরতলা আখাউড়া রেললাইন ২০২১-এর মার্চ-এর মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফেণী (বাংলাদেশ) এবং বিলোনীয়া (ভারত)-এর মধ্যে রেল সংযোগের ব্যাপারে বিদেশ মন্ত্রকের সাথে আলোচনা চলছে। ২০২০-এর ৫ সেপ্টেম্বর ভাসমান জেটি উদ্বোধনের সাথে শ্রীমন্তপুর টার্মিনাল জলপথের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমবিবি বিমানবন্দরের উন্নয়নে নির্মাণ কাজও শেষের পথে। সম্প্রতি ২৬২.০০ কিমি দৈর্ঘ্যের ৯টি জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সড়ক যোগাযোগ ও জাতীয় সড়ক দপ্তরের মন্ত্রী। এতে ব্যয় হবে মোট ৩, ১৯০ কোটি টাকা। রাজ্যে ৭৫৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৪টি বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। রাজ্যে পর্যটক আগমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নে ত্রিপুরা পর্যটন নীতি-২০২০-২৫ চালু করা হয়েছে। পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাছে একটি ৫০০ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যে জনজাতি কল্যাণে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নাম জনজাতি কল্যাণ দপ্তর করা হয়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নাম পরিবর্তন করে দ্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকালের সাথে সাজয্য রেখে স্থানীয় হস্ততাঁত ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণে প্রয়াস চলছে এবং স্থানীয় রিসার ব্যাণ্ডিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্প এবং ব্যবসায়ী ও স্বনির্ভর উদ্যোগীদের জন্য জাতীয় পেনশন প্রকল্প বাস্তবায়নে উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। এই প্রথম বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এডিবি থেকে ৪৫৯৪.৫৮ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। প্রধান আবাস যোজনা (শহর এলাকায়) রূপায়ণে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বা'লের মধ্যে প্রথম এবং সারা দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই অ'লের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য এবং দেশের ছয়টি রাজ্যের মধ্যে একটি যেখানে লাইট হাউস প্রকল্পে ১,০০০টি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য। শহুরে আবাসনের অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় আরও ১,৫০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দু'বছরে ত্রিপুরা পুলিশ বেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে আইএএস পরীক্ষার জন্য চালু হয়েছে লক্ষ্য প্রকল্প, ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে অনলাইনে ভর্তি চালু হয়েছে, ৬২টি বাংলা মিডিয়াম বিদ্যালয়কে ইংরেজি মিডিয়ামে উন্নীত করা হয়েছে, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় সিবিএসই-র আওতায় এসেছে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে, সুপার ৩০ ও বছর বাঁচাও নামে নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য দেওয়া হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী বার্ষিক রাজ্য পুরস্কার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলার

● প্রথম পাতার পর

দিল্লির বিজেপি নেতারা বারবার বাংলায় এসে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন।

এদিকে, শনিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজির ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতে উঠলে ভেসে এল ''জয় শ্রীরাম'' ধ্বনি। বিরক্তি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, ''এই স্লোগান সমর্থনযোগ্য নয়।'' এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির সমালোচনায় সরব সিপিএম। নির্বাচন সমীক্ষক তথা অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নিন্দা জানিয়েছেন এই ঘটনার।

ভিক্টোরিয়ার ঘটনায় সমালোচনায় সরব কংগ্রেসের সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ''সরকারি অনুষ্ঠানে জয় শ্রী রাম স্লোগান দেওয়া ঠিক হয়নি। এটা কোনও দলীয় অনুষ্ঠান নয়।'' মমতার পাশে দাঁড়িয়ে এভাবেই সমালোচনা করলেন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। এই প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য রাখা উচিত ছিল। জয় শ্রীরাম একটা ধ্বনি। এটা কাউকে লক্ষ্য করে বলা না।''

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা সরকার এখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দুই বছরে নিজস্ব আয় ১,০০১ কোটি টাকা বাড়িয়েছে। বামেদের সমান সময় পাওয়া গেলে নিজস্ব আয় বাজেটের অতিরিক্ত থাকত। তাঁর সাফ কথা, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রত্যেকের ঘরে রোজগার পৌঁছে দেবে, তবেই স্বাবলম্বী হওয়া যাবে।

প্রজাতন্ত্র

● প্রথম পাতার পর

সিংঘু এবং তিকরি সীমান্ত থেকে মিছিল শুরু হবে। তবে এখনই পুরো পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়নি। আজ রাতে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে। তিনি দাবি করেছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীতে কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিলে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাতে থাকা দিল্লি পুলিশ।কৃষক নেতারা জানিয়েছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসে কৃষকদের মিছিলে অংশ নেবেন হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের হাজার হাজার কৃষক।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

দলীয় পাতাকা ও বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে উপস্থিত সকলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ বিশ্বাস জানান বর্তমানে নেতাজী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সময়ে দেশ ধংশের মুখে। তার থেকে উত্তরণের জন্য নেতাজিকে স্মরণ করতে হবে।

ট্রাক

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে পালিযে. যায়। পরবর্তী সময় এই চুরির ঘটনা ট্রাক চালক রাবারের মালিক, গাড়ীর মালিক ও মনপাথর ফাঁড়ী থানায় জানান। ঘটনার খবরপেয়ে মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছেন। ট্রাক চালক জানান চোরের দলকে তিনি চিনতে পারেননি। ঘটনাস্থলথেকে একটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে বলে জানাযায়। এই চুরিকান্ডে ৫৫০ কেজি রাবার চুরিহয়েছে বলে জানাযায়। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে এবং চোরদের আটক করতে পুলিশ কতটুকু সক্ষমহয়।

নিশিকুটুম্বদের তান্ডব দিন দিন বেড়েই চলছে ধলাই জেলায়, রাতের আঁধারকে ডাল বানিয়ে নিশিকুটুম্বরা হানা দিচ্ছে দোকান ও বাড়িঘরে। সালেমা ব্লকের কচু ছড়া বাজারে এক দোকানে হানা দিয়ে নগদ অর্থ নিয়ে যায় নিশিকুটুম্ব এর দল। দোকানের মালিক বিমল দাস জানান গতকাল গভীর রাতের কোন এক সময়ে চোরের দল হানা দেয় তার দোকানে। দোকানে থাকা প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নিয়ে যায় চোরের দল। দোকানের ঠিক পেছনে রয়েছে উনার বাড়ি। প্রায় সময়ই দোকানে তিনি টাকা রেখে যেতেন।

গতকালও ঠিক একইভাবে তিনি দোকানে টাকা রেখে যান, শনিবার দোকানে এসে দেখতে পান দোকানের দরজা ভেঙ্গে চোরের দল টাকা নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় কচু ছড়া থানায়, কচু ছড়া থানার গাফিলতির কারণেই এমনটা ঘটেছে বলে অভিমত বাজার ব্যবসায়ীদের। একের পর এক চুরি হলেও কচু ছড়া থানার পুলিশ বাবুরা এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি, যার ফলে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার জনগণ।

ভর্তি

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। আজই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইটে তাদের নাম আপলোড করা হবে।

আগামীকাল তাদের প্রত্যেকের কাছেই মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ চলে যাবে। এছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি কলেজেই ৪,০৬১ জনের লিস্ট পাঠানো হবে। তাদের প্রত্যেককেই আগামী ২৫ ও ২৭ জানুয়ারি এই দু'দিনের মধ্যে ভর্তি হতে হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, স্পট রাউণ্ডে ৪,০৬১ জন ছাত্রছাত্রীর ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই বাকি ২,১৬১ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে। কলেজগুলিতে ভর্তির হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ছাত্রছাত্রী বাদ যাবে না বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

সভাপতি অঘোর দেববর্মা, সম্পাদক পবিত্র কর, বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরি উপস্থিত ছিলেন। দেশের কৃষকরা নয়া কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অবিচল। তীব্র শীতের মধ্যেও দীর্ঘ ৫৭ দিন ধরে দিল্লির সীমান্তে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনে আসি দেড় শতাধিক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এতটাই মানবতাহীন ভারতবর্ষের কৃষকদের আন্দোলন মানতে চাইছে না।

পুঁজিপতিদের স্বার্থে নয়া আইন করে দিয়েছে।সরকার চাইছে কৃষকদের আইন পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালনা করা হোক। এর দ্বারা স্পষ্ট মোদি সরকার কৃষকদের ফসল তৈরি করার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিতে চাইছে। পূর্বের সরকারও কৃষকদের সাথে কোনো কাজ করিনি। বর্তমান সরকারও কৃষকদের বিপদ ডেকে আনছে। গত ১৫ বছরে দেশে ৫ লক্ষাধিক কৃষকদের আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আর বর্তমানের সর্বনাশা আইন কৃষকদের আরো বড় বিপদ ডেকে আনবে। সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর এমনটা আশঙ্কা ব্যক্ত করেন সভায়।

কৃষকদের স্বার্থে আগামী ২৬ জানুয়ারি কৃষক সংগঠনগুলির রাজ্যেও বটতলা থেকে কামান চৌমুহনি পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কারণ বিজেপি মানে স্বৈরাচার। বিজেপি মানে মানবতাহীন। বিজেপি মানে নির্দয়। রাজ্যের বিপ্লব দেবের সরকারও একইভাবে মনুষ্যত্বহীন বলে সরকারকে কাঠ গড়ায় তুলেন তিনি। এদিন দেশপ্রেম উদযাপনে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার, আহ্বায়ক বিজন ধর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথের কাছে জানতে চাইলে -ধ্রুব নাথ কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে না পারায় সমস্ত ক্ষোভ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথের উপর উগলে পরে।

এলাকাবাসী ও অবরোধকারীরা অভিযোগ করেন পুলিশ পয়সার বিনিময়ে ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদারকে তেপানিয়া জেলা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।তা না হলে জনরোষে ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদারকে আক্রমণ করতে পারতো- এলাকা বাসি তা না করে আইন নিজের হাতে না নিয়ে ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদারকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের নিকট তুলে দেন। পুলিশ কেন তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে গিয়ে ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদারকে গ্রেপ্তার করলো না ? এটাই অবরোধ কারীরা এস ডি পি ও ধ্রুব নাথের নিকট জানতে চাইলে উনি মুখে কুলুপ এঁটে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এতে অবরোধ কারীরা আরো উত্তেজিত হয়ে যান।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ঠায় কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। পরবর্তীতে চাপে পরে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ অবরোধকারীদের দাবি অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদার সহ বাইক আরোহী কে গ্রেফতার করার আস্বাস দিলে প্রায় দুই ঘন্টা পর উদয়পুর-কাকড়াবন সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়। যদিও অবরোধের খবর পেয়ে উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , ভারতীয় জনতা দলের গোমতি জেলা অফিস সম্পাদক ত্রিদিব দাস, আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, যুব মোর্চার সভাপতি রাকেশ শীল , ইয়ং সোসাইটির সদস্য অমল দাস ও সভাপতি সুজিত কুমার লোধ সহ নেতৃত্বরা অবরোধ কারীদের ২৩ শে জানুয়ারির দিন অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন করেন এবং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে তাড়াতাড়ি অবরোধ তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

এই দুই ঘন্টায় উদয়পুর-কাকড়াবন সড়কে শতাধিক যানবাহন রাস্তায় আটকে যায়। অবরোধ কারীরা জানিয়ে দিয়েছেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘাতক বাইক চালক রূপক মজুমদারকে গ্রেপ্তার না করলে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করবেন।এখান উল্লেখ থাকে যে সাগর ত্রিপুরার বডি বিল্ডারস এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন এবং খুব অল্প দিনে দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন করে অনেক খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন।সে উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত ছিলো।

প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

পাশ করেও তিনি সরকারি চাকরি না করে পরাধীন দেশমাতৃকার সেবায় কাজ করে গেছেন। ছাত্র সমাজকে নেতাজির আদর্শ, মত ও পথকে অনুসরণ করতে হবে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জাতীয় পতাকা, আজাদহিন্দ ফৌজের পতাকা উত্তোলন করে নেতাজির আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তাঁর কথায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশমাতৃকার সেবায় স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম প্রমুখ মনীষীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করতে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজির জন্মজয়ন্তীকে দেশব্যাপী পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করার ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নেতাজির সব অজানা তথ্য, তাঁর ব্যবহারিক অমূল্য সামগ্রী দেশবাসীকে দেখানোর জন্য লালকেল্লায় একটি ডিজিটাল মিউজিয়াম চালু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী চান এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত। তাঁর বিশ্বাস, যুবারা হলেন দেশের সম্পদ। তাঁরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেই দেশ স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর পথ ধরেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক বিকাশে এনসিইআরটি সিলেবাস চালু সহ মোট ৩৪টি ক্ষেত্রে সংস্কার আনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

সর্বোপরি রাজ্যের জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, অসম যেভাবে করোনার মোকাবিলা করেছে তার প্রশংসা কেবল মুখে করা পর্যাপ্ত নয়। ভাষণের শেষে তিনি বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী, অসম সরকার এখন করোনা টিকাকরণ অভিযান এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি সকলকে টিকা নিতে আবেদন জানাচ্ছি। জনসাধারণকে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করার পাশাপাশি যাবতীয় সাবধানতা আবলম্বন করতেও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

আজকের ভূমিপাট্টা প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন অর্থ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পূর্ত মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কোভিড সংক্রমণের পর প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী মোদী অসম সফরে আসায় তাঁকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে অসমের জনসাধারণের প্রতি পর্যাপ্ত সহায়তা এবং ঘন ঘন খোঁজখবর নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। আজকের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। নানা জাতি-জনগোষ্ঠীয় নাচেগানে আজ প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে জেরেঙ্গাপথারে। প্রায় ২৭ মিনিট ভাষণ দেওয়ার পর হেলিকপ্টারে জেরেঙাপথারের জনসভা থেকে যোরহাট বিমানবন্দর এবং সেখান থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকের সমাবেশে প্রায় দু লক্ষাধিক দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

এই ধরনের কার্য্যকলাপকে অসৌজন্যতা এবং অগণতান্ত্রিক সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ ফের মাথাচারা দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন এলাকায় অপহরণ বাণিজ্য শুরু হয়েছে।

ঠিকেদার রেশন সপ ডিলার ব্যবসায়ী সহ অন্যান্যদের কাছে চাঁদার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বাড়িয়ে জনগণের সহযোগিতায় সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ফের মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ মোকাবেলায় সরকারকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছেন তিনি। দলের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয় এডিসি এবং পুর সংস্থাগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও নির্বাচন করা হয়নি। শাসকদল নিজেদের সুবিধার্থে প্রশাসক নিযুক্ত করে অরাজকতার পরিবেশ কায়েম করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

চুরির সামগ্রী

তিনের পাতার পর

গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

পুলিশ সুপার হিতেনচন্দ্র রায় আরও জানান, বিহার থেকে গুয়াহাটি এসে আশ্রয় নিয়ে লুটতরাজ চালিয়েছিল ইরানি গ্রুপের এই সব সদস্য। এই লজে অবস্থান করে তারা গুয়াহাটি এবং পার্শবর্তী বিভিন্ন স্থানে লুটপাট চালিয়েছিল। কামরূপ পুলিশের অভিযানে ধৃতদের হেফাজত থেকে আটটি সোনার চেইন, দুটি মোটর সাইকেল, নগদ ৬৪ হাজার টাকা, ১১টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, কয়েকটি সিম কার্ড, লংকা গুঁড়োর প্যাকেট এবং ভুয়ো পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

আহত প্রায় ২২

তিনের পাতার পর

নিয়ে ভরতি করেন। তাঁদের মধ্যে সাতজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, প্রায় চল্লিশজন তীর্থযাত্রী নিয়ে গতরাতে শিবসাগর থেকে কামরূপ গ্রামীণ জেলার মির্জায় ফিরছিল।

জমির পাট্টা বিলি

আটের পাতার পর

কৃষ্ণেন্দু পাল, জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ, রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব।

উল্লেখ্য, আজ সকালে উজান অসমের শিবসাগরের জেরেঙাপথারে (জেরেঙা ময়দান) বিশাল জনসভায় গোটা রাজ্যের ১,০৬,৯০০ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপাট্টা প্রদান কর্মসূচির সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর পাট্টা বণ্টন অনুষ্ঠানটি জেলার সবকয়টি রাজস্ব সার্কলে লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়েছে।

সদস্য গ্রেফতার

আটের পাতার পর

খবরের ভিত্তিতে ওই অভিযান চালানো হয়েছিল।

আসাম রাইফেলস এবং নাগাল্যান্ড পুলিশ তার কাছ থেকে পয়েন্ট ২২ পিস্তল, তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ২৩০০ স্পাসমা প্রক্সিভন ক্যাপসুল যার বাজারমূল্য ৪৩,২০০ টাকা এবং নগদ ১.৫৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

বিতর্ক তুঙ্গে

আটের পাতার পর

তাঁর কথায়, ''ওই মন্তব্য অত্যন্ত কুরুচিকর। শুভেন্দু অধিকারী যদি প্রমাণ করতে না পারেন যে, ইন্দ্রনীল সেন কাটমানি নেন, তাহলে তাঁকে জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে। নয়তো শিল্পীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামবেন।''

তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত শিল্পী পর্ণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর এই শিল্পীদের সম্মিলিত চাপেই এখন দিশাহারা গেরুয়া শিবির। বাংলার ক্ষমতা দখলের জন্য কোমর বেঁধে নামতে গিয়ে যখন গেরুয়া শিবির বাংলার শিল্পী ও বিশিষ্টজনদের সমর্থন চাইছে ঠিক তখন শুভেন্দুর মন্তব্যের জেরে উদ্ভূত পরিস্থিতি কার্যত বিপরীত দিকে তাঁদের ঠেলে দিয়েছে। শিল্পীরাই বিজেপির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার দাবি তুলেছেন।

প্রস্তুতি তুঙ্গে

আটের পাতার পর

এরপর হবে কুচকাওয়াজও। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা। অনুষ্ঠানের পর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে পদযাত্রা হবে রেড রোডে নেতাজি মূর্তি পর্যন্ত। হাঁটবেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা। নেতাজির ১২৫-তম জন্মদিবস শঙ্খ-উলুধ্বনি-সহ রাজ্যবাসীকে পালন করতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এই দিনটিকে দেশনায়ক দিবস হিসেবে পালনের ডাক দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই শ্যামবাজার রেড রোডে শুরু হয়ে গিয়েছে তার প্রস্তুতি।

মৃতদেহ

আটের পাতার পর

তিনি। গত বুধবার তিনি রাজশাহীতে এসে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত হোস্টেলে ওঠেন। হোস্টেলে আগে প্রতি কক্ষে দু'জন বিদেশি শিক্ষার্থী থাকলেও এখন করোনা মহামারীর কারণে একজন করে রাখা হচ্ছে। ঘটনার দিন নিজের কক্ষেই ছিলেন ইকবাল। রাতের বেলা সিলিং ফ্যানে তাঁর দেহ ঝুলতে দেখেন অন্য শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। তারপর দেহ নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ওই পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য চড়িয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে। আত্মহত্যার কারন খুঁজতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রবল ক্ষোভ

আটের পাতার পর

ফ্লেক্স দিয়ে ঢেকে দেওয়াটাও কুরুচিকর।''

মৃন্ময় কানোয়ার লিখেছেন, ''শিল্পবোধ এক অন্য জিনিস। পদ দখল করে চেয়ারে বসা সকলের মধ্যে তার পরিচয় মেলে না।'' মিনতি পাত্র লিখেছেন, ''এটা তুঘলকি মানসিকতা। নেতাজীর রং বদল করে তৎকালীন শিল্পীর সুরুচি ঢাকা পড়লো বলে এই কাজকে সুনজরে দেখছি না। তবে এটা দেখে খুশি যে নেতাজীর জায়গাটি অন্য কোন জী নিতে পারে নি।''

সোমেন মন্ডল ঋজু লিখেছেন, ''আগে নেতাজির মূর্তি রাস্তা থেকে দেখা যেত। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যানারে নেতাজিকে সারা বছর আড়াল করা থাকে।'' দীপক ঘোষ লিখেছেন, ''সঠিক বক্তব্য। মূর্তিটির পুরনো ব্রোঞ্জ রঙ ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সেটা তাদেরকেই করতে হবে যাঁরা এই অপকর্মটি করেছেন।

বিশ্বরূপ দত্ত লিখেছেন, ''রসানুভূতির গভীরতায় কঠোর পরিশ্রমে সশ্রদ্ধ স্বতন্ত্র ভাবনায় মৌলিক চিন্তায় অন্যান্য শিল্পকর্মের মতো ভাস্কর্যেরও সৃষ্টি হয়। এই সৃজনকে অনুধাবন করার জন্য দৃষ্টির দীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে সুচেতনা সদভাবনার আলোয় প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ অনুসারে যোগ্যতর মানুষদের সশ্রদ্ধ সুচিন্তিত পরামর্শে অনেক ভালো কাজ সম্মেলক ভাবে হতেই পারে।হওয়া সম্ভব। অনন্য স্মৃতিমেদুরতায় আলোচ্য মূর্তির অবিস্মরণীয় উন্মোচন অনুষ্ঠানের কথা নানা কথাই মনে পড়ছে। আজ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সামগ্রিক অবক্ষয়ের সুরে নান্দনিক ও বৌদ্ধিক দীনতায় আমি প্রিয়তম এই শহরের একজন সাধারন নাগরিক হিসেবে ক্ষুব্ধ বিচলিত ব্যথিত।''

আতঙ্কভঞ্জন প্রামানিক লিখেছেন, ''সহমত''। সৌমিত্র চ্যাটার্জি লিখেছেন, ''শুধু রঙ নয় মুখের এক্সপ্রেশনও বদলে গেছে। বদল, বদলি, বদলা তো এখন সর্বত্রই...আশ্চর্যের কিছু নেই!'' রাজা ব্যানার্জি লিখেছেন, ''শিল্পীর সৃষ্টির উপর রং চড়ানো ঠিক নয়।সুপ্রিয়ম মিশ্র লিখেছেন, আগের রংটাই ভালো ছিল।''

ক্রীড়াঙ্গন

পিছিয়ে যাচ্ছে আইপিএলের নিলাম! ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত বোর্ডের

নয়াদিল্লিঃ ১১ ফেব্রুয়ারি নয়। সবকিছু ঠিকঠাক চললে খুব সম্ভবত আইপিএল নিলাম হতে চলেছে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি। এবং তা হতে পারে চেন্নাইয়ে, যদিও সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। শুক্রবার বোর্ডের এক কর্তা এক সংবাদসংস্থাকে একথা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামী আইপিএল ভারতেই আয়োজন করার চেষ্টা করছে বিসিসিআই। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবলভাবে চান, ভারতে আগামী আইপিএল আয়োজন করতে। আইপিএল টিমগুলো ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, কোন কোন ক্রিকেটারকে তারা ধরে রাখছে। বলে রাখা ভাল, ম্যাক্সওয়েল, ফিঞ্চ, মরিসরা ফের নিলামে উঠছেন। তবে আগামী আইপিএল শেষ পর্যন্ত কোথায় হবে, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি আইপিএলের মিনি নিলাম পর্বের আয়োজন করা হবে। কিন্তু এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, বোর্ড নাকি নিলামের তারিখ পরিবর্তন করতে চায়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হচ্ছে ১৭ ফেব্রুয়ারি। তারপরই নিলাম পর্ব আয়োজন করার কথা ভাবছে বিসিসিআই। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, ''ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ১৭ তারিখ শেষ হচ্ছে। ১৮ কিংবা ১৯ তারিখ চেন্নাইয়ে নিলামের আয়োজন হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।'' তবে, কোথায় এই নিলাম পর্ব হবে বোর্ডের ওই কর্তাই জানিয়েছেন, বিসিসিআই আপ্রাণ চেষ্টা করছে আইপিএল ভারতে আয়োজন করার। যে ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলির আয়োজন করা হচ্ছে, তা সফলভাবে করা গেলেই, সেইমতো আইপিএল করার কথা ভাবা হবে।

এদিকে, ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। কেন্দ্রীয় সরকার যতই স্টেডিয়ামে পঞ্চাশ শতাংশ দর্শক রেখে অনুমতি দিক, আসন্ন ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের প্রথম দু'টো টেস্ট দর্শকশূন্য রেখেই করার কথা ভাবা হচ্ছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজে নেমে পড়বে ভারত। এ দিন তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থা সদস্যদের জানিয়ে দেয় যে, মাঠ ফাঁকা রেখেই টেস্ট হবে।

বাবাকে নিয়ে আবেগপ্রবণ হার্দিক

নয়াদিল্লিঃ বাবা হিমাংশু পান্ডিয়া-কে নিয়ে আবগপ্রবণ হার্দিক পান্ডিয়া। শনিবার তাঁর বাবার সঙ্গে তোলা পুরনো কিছু ছবি এবং ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। ভিডিয়ো-তে রয়েছে হিমাংশু পান্ডিয়ার সঙ্গে বলিউড শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের কথপোকথনও। প্রসঙ্গত, গত শনিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন হার্দিক এবং ক্রুনালের বাবা হিমাংশু পান্ডিয়া।

হার্দিক এবং ক্রুনাল পান্ডিয়ার ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পেছনে তাঁদের বাবা হিমাংশু পান্ডিয়ার অবদান ছিল অপরিসীম। প্রথমদিকে সুরাটে একটি ছোট গাড়ি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এরপর ছেলেদের ক্রিকেট খেলাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বরোদায় স্থানান্তরিত হন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, যাতে ছেলেরা ক্রিকেট খেলার সুযোগ-সুবিধা আরও বেশি করে পায়। বরোদায় কিরণ মোরে ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে দুই ছেলেকে ভর্তি করান হিমাংশু পান্ডিয়া। পান্ডিয়া ব্রাদার্সের ক্রিকেটের প্রথম পাঠ সেখান থেকেই। এরপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্রিকেটীয় ক্ষেত্রে দু'জনেই তাঁদের দক্ষতা প্রমাণ করেন। দু'জনেই বর্তমান সময়ের সফল ক্রিকেটার। দু'জনের ক্রিকেটীয় নৈপুণ্যতা গর্বিত করত বাবা হিমাংশু পান্ডিয়া-কেও। গত মাসে জ্জঙ্গজ্জ এবং টি-২০ সিরিজ খেলে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে ফিরে আসেন হার্দিক পান্ডিয়া। তিনি নিজেও ছিলেন চোট আঘাতে জর্জরিত। তাই লম্বা বোলিং স্পেল করতে পারছিলেন না। ফলত টেস্ট সিরিজের জন্য তাঁর নির্বাচন ভারতীয় দলে হয়নি। তবে প্রসঙ্গত, সিডনি-তে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ জেতানোর অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন হার্দিক। যে কারণেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত টি-২০ সিরিজ জেতে।

কুলদীপ যাদব প্রসঙ্গে মুখ খুললেন প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক

আসন্ন আইপিএল-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। আইপিএল-এর মিনি নিলামের আগে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট ধরে রেখেছে স্পিনার কুলদীপ যাদবকে। আর এখানেই আপত্তি গম্ভীরের। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''কেকেআর কুলদীপ যাদবকে ধরে রাখায় আমি অবাক। এই স্পিনার-কে অবশ্যই সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্যথায়, কুলদীপকে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় ছিল। গত আইপিএলেও দলে নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তী থাকায় বেশিরভাগ সময়ে কেকেআর ডাগ আউটে বসেই থাকতে হয়েছিল তাঁকে।''

এছাড়া, প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক আরও বলেন,''যদি কুলদীপের মতো ভারতীয় ক্রিকেটার কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের চূড়ান্ত এগারোতে জায়গা করতে না পারে, সেক্ষেত্রে আখেরে ক্ষতি তাঁরই।''

গৌতম গম্ভীরের মতে, কুলদীপ যাদব মুক্ত ক্রিকেটার হলে, আসন্ন আইপিএল নিলামে বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে নেওয়ার জন্য আগ্রহী হত।

আগামী আইপিএলে কুলদীপ যাদবকে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে ব্যবহার করবে সেটা অবশ্যই সময় বলবে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৫ ম্যাচে খেলার সুযোগ পান কুলদীপ যাদব। নাইট রাইডার্সের পারফরম্যান্সও একেবারেই আশানুরূপ ছিল না। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গত জ্জঞ্চজ্র-এর তালিকায় পঞ্চম স্থানে শেষ করতে হয়েছিল মরগ্যান বাহিনীকে। প্রসঙ্গত, গত মাঝেই দীনেশ কার্তিক সরিয়ে ইয়ন মরগ্যানকে অধিনায়ক করা হয়। কিন্তু, পারফরম্যান্সে খুব বেশি উন্নতি হয়নি। এতে অনুরাগীরাও যথেষ্ট হতাশ হয়েছিলেন। তাঁরা আশায় ছিলেন আগামী জন্য একেবারে নতুন মোড়কে সেজে উঠবে নাইট-বাহিনী। কিন্তু, বেশিরভাগ ক্রিকেটারকে ধরে রাখায় বেশ ক্ষুব্ধ নাইট-অনুরাগীরা।

জ্ঞঞ্জ্ঞ-সিইও জানিয়েছিলেন, ক্রিকেটারদের কোর গ্রুপ-কে ধরে রাখতে পারায় তাঁরা খুব খুশি। তাঁর কথায়, ''গত আশানুরূপ ফলফল হয়নি। এটা আমাদের সবার ব্যর্থতা। কিন্তু, যেটা হয়ে গিয়েছে সেটা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। আসন্ন আমরা ফোকাস করছি। আশা করছি ক্রিকেটাররা নিজেদের সেরাটা দেবেন এবং আরও একবার জ্জঞ্চজ্র খেতাব জিততে সাহায্য করবেন।''

স্টেন্ট বসল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা স্নেহাশিসের হার্টেও, কেমন আছেন সিএবি সচিব?

কলকাতাঃ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর এবার স্টেন্ট বসল তাঁর দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের হৃদযন্ত্রেও। শুক্রবার সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে।

সচিবকে দেখতে এদিন হাসপাতালে গিয়েছিলেন কর্তারা। জানা গিয়েছে, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা। তিনি আশা করছেন খুব তাড়াতাড়ি আবার কাজে ফিরতে পারবেন। স্নেহাশিস বলেন, ''আমি ভাল আছি। আশা করি খুব দ্রুত আবার কাজে ফিরতে পারব।''

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিন কয়েক আগে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়েছিল ভারতীয় বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভকে। জিম করতে করতেই বুকে ব্যথা অনুভব করায়, উডল্যান্ডস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তীতে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর বুকে একটি স্টেন্টও বসাতে হয়। তাঁকে দেখতে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়-প্রত্যেকেই। এরপর সৌরভকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে বাড়িতে। তবে রয়েছেন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে। কিন্তু এ সবের মধ্যেই সামনে আসে, সৌরভের দাদা স্নেহাশিসও হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন।

জানা গিয়েছে, বাড়ি ফেরার পরে সৌরভ নিজ উদ্যোগেই দাদাকে হেলথ চেকআপ করাতে বলেন। কারণ সৌরভ নিজে ভুক্তভোগী। গত দশ বছরে কখনও সেভাবে নিজের মেডিক্যাল চেকআপ করাননি সৌরভ। এবং শেষে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হতে হয় তাঁকে। এবং স্নেহাশিসের সেই চেক আপের পরেই জানা যায়, তিনিও হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন। স্টেন্ট বসাতে হবে। এরপরই বর্তমান সিএবি সচিবের বুকেও স্টেন্ট বসানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে, সৌরভেরও আরও স্টেন্ট বসানো বাকি। শোনা গিয়েছে, তিনি আরও কয়েকজন ডাক্তারের পরামর্শ নিচ্ছেন। তাঁর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফার স্টেন্ট বসতে পারে এ মাসের শেষ দিকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ঋষভের সঙ্গে সংঘাত নেই, বলছেন ঋদ্ধিমান

ঋদ্ধিমান সাহার সঙ্গে ঋষভ পন্থের টিমে ঢোকার লড়াই থাকতে পারে, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। এমন কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন খোদ ঋদ্ধিমান। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে শুক্রবার সকালে কলকাতায় ফিরেছেন।আইপিএল খেলার সময় থেকে ধরলে ঋদ্ধি বাড়ি ফিরলেন পাঁচ মাস পর। শহরে পা রেখে বলেছেন, ''আপনারা ঋষভকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, যেই প্রথম এগারোয় খেলুক, আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি। ওর সঙ্গে কোনও সংঘাত নেই।''

টেস্টে কে এক নম্বর, কে দুই নম্বর উইকেটকিপার সেই দৌড়ে নামতে নারাজ ঋদ্ধি। তাঁর সাফ কথা, ''আমি এক বা দুই, এমন ভাবে ব্যাপারটা দেখি না। পরিস্থিতি অনুযায়ী যাঁকে বেশি প্রয়োজন সে খেলবে। টিম নির্বাচনটা আমার কাজ নয়। আমি শুধু নিজের কাজটা করে যেতে চাই।''

ব্যাটিংয়ের জন্য প্রশংসিত হলেও ঋষভের উইকেটকিপিং নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ঋদ্ধি কিন্তু ঋষভের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। ঋদ্ধির বক্তব্য, ''কেউ ক্লাস ওয়ানে বীজগণিত করতে পারে না। স্টেপ বাই স্টেপ শেখে। পন্থ নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছে। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবে।''

রিয়াল ছাড়ছেন ভারান?

গ্রীষ্মকালীন দলবদলে যে মেক্সিস ডিপাই আর এরিক গার্সিয়াকে চেয়েও কিনতে পারেনি বার্সেলোনা, এই শীতকালীন দলবদলের সময় কি সেটা হবে? লিভারপুল কি রক্ষণভাগের নতুন কোনো খেলোয়াড় কিনবে? ম্যানচেস্টার সিটি আগুয়েরো-জেসুসদের সঙ্গী হিসেবে আরেক স্ট্রাইকার কেনার কথা ভেবে দেখছে? রামোসের রিয়ালের সঙ্গে চুক্তিরই-বা কী অবস্থা? তিনি যদি রিয়ালে না থাকেন, তাহলে কোথায় যেতে পারেন?

এমন আরও হাজারো দলবদলের গুঞ্জনে মুখর ইউরোপীয় ফুটবলপাড়া। এ রকম অনেক প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত হয়ে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই। ইউরোপীয় ফুটবলে শীতকালীন দলবদল চলছে এখন। মাসজুড়ে ক্লাবগুলো পছন্দের খেলোয়াড় কিনে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে চাইবে, অপ্রয়োজনীয় খেলোয়াড় ছেড়ে দিয়ে খরচ কমাতে চাইবে। ইউরোপের প্রধান লিগগুলোর দলবদল চলবে একদম চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত।

সম্ভাব্য দলবদলের জন্য বাতাসে ভাসছে অনেক খেলোয়াড় ও তাঁদের প্রতি আগ্রহী ক্লাবগুলোর নাম। সাম্প্রতিক গুঞ্জনগুলো একনজরে দেখে নেওয়া যাক!

রিয়াল ছাড়ছেন ভারান?

চমকে যাওয়ার মতোই কথা। তবে এমন চমকে যাওয়া তথ্যই দিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'স্পোর্ত'। তারা জানিয়েছে, নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য ক্লাব ছাড়তে আগ্রহী হয়েছেন এই রিয়াল ডিফেন্ডার। ফরাসি এই তারকার সঙ্গে রিয়ালের চুক্তি শেষ হবে ২০২২ সালে।

রিয়াল থেকে আর্সেনালে যাচ্ছেন আরেকজন

মৌসুমের শুরুতেই রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ধারে আর্সেনালে নাম লিখিয়েছিলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দানি সেবায়োস। এবার রিয়াল থেকেই আরেক মিডফিল্ডার দলে আনছেন আর্সেনালের কোচ মিকেল আরতেতা। এবার তাঁর চোখ পড়েছে ডেনিশ মিডফিল্ডার মার্টিন ওডেগার্ডের দিকে।

দলে ডিফেন্ডার চায় বায়ার্ন

ডেভিড আলাবা ক্লাব ছাড়ছে, আজকের খবর নয়। আরেক সেন্টারব্যাক জেরোম বোয়াটেংয়েরও বয়স হয়ে যাচ্ছে। দলে নতুন ডিফেন্ডার তাই লাগবেই। নতুন ডিফেন্ডার হিসেবে লাইপজিগের দায়োত উপামেকানোকে বেশ মনে ধরেছে বায়ার্নের। এর মধ্যেই বায়ার্নের প্রধান নির্বাহী কার্ল হেইঞ্জ রুংমেনিগে জানিয়েছেন উপামেকানোর প্রতি তাঁদের আগ্রহের কথা, 'মৌসুমের শেষ পর্যন্ত সে লাইপজিগের

এমবাপ্পে 'যাচ্ছেন কিন্তু যাচ্ছেন না'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বহুল প্রচলিত এ কথাটি চাইলেই কিলিয়ান এমবাপ্পের ক্ষেত্রে চালিয়ে দেওয়া যায়। দুই দিন পরপর তাঁর দলবদলের খবরে ফুটবলপাড়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি ক্লাবের নামই শোনা যায়। কিন্তু এমবাপ্পে এমন গুঞ্জনে কোনো পাত্তা দেন না।

এমবাপ্পে আবার পিএসজিতে থাকবেন বলে জোর গলায় কিছু বলতেও চান না। একটি কাজ করলেই সব গুঞ্জন ধামাচাপা পড়ে যায়, আর সেটা হলো ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফরোয়ার্ড সে কাজটাও করছেন না। নিজ ক্লাবের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ দিন দিন কমে আসছে। তবু এখনো নবায়নে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না এমবাপ্পে।

গতকাল মপেলিয়ের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন এমবাপ্পে। সে ম্যাচের পর নিজের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক দিন পর কথা বলেছেন। কিন্তু সে কথার মর্মার্থ বের করতে চাইলে একটি বাক্যেই সেটা বলা সম্ভব, 'যাচ্ছি না কিন্তু যাচ্ছি!'

গত কিছুদিন ধরেই ফর্মে ছিলেন না। এর মধ্যে নতুন কোচ এসেছেন পিএসজিতে। মরিসিও পচেত্তিনো সবার আগে শৃঙ্খলাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারকা হলেই আর পার পাবেন না বলে সতর্ক করা হয়েছে এমবাপ্পে-নেইমারদের। এর সঙ্গে এমবাপ্পের ফর্ম হারিয়ে ফেলার যোগসূত্র পাচ্ছিলেন বিশ্লেষকেরা। এত দিন নেইমার-এমবাপ্পেকে যেকোনো মূল্যে ধরে রাখার ব্যাপারে জোর দিয়েছে পিএসজি। কিন্তু প্যারিসের ক্লাবটির ক্রীড়া পরিচালক লিওনার্দো এখন বলছেন, যেভাবেই হোক আটকানোর আর ইচ্ছা নেই তাঁদের। যদি কারও ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা না থাকে, দরজা খুলে দেবে পিএসজি।

গতকাল পিএসজির ৪-০ গোলের জয়ের পরও নিজের চুক্তি নিয়ে কথা বলতে হয়েছে বিশ্বকাপজয়ী এমবাপ্পেকে।

ফরাসি টিভি তেলেফুতকে বলেছেন, 'এর আগেও এই প্রশ্ন করা হয়েছে। আমরা একটা প্রকল্প খুঁজছি, এ নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে কথা বলছি। আমি এ নিয়ে চিন্তা করছি। যদি চুক্তি স্বাক্ষর করি, তার মানে আমি এই ক্লাবে নিজেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য দেখছি।'

এ কথা অবশ্য এমবাপ্পে না বললেও চলত। বিশ্ব ফুটবলে এখন নেইমারের চেয়েও আকাঙ্ক্ষিত ফুটবলার তিনি। দলবদলের বাজারে করোনার পরও তাঁর মূল্য ২০ কোটি ইউরোর নিচে নামছে না। এমন অবস্থায় তাঁকে পেতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী দুই ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ বা লিভারপুলের পক্ষে তাঁকে কেনা কঠিন। একমাত্র উপায় হলো, ২০২২-এ পিএসজির সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে যাওয়া এমবাপ্পের চুক্তি নবায়ন না করা। সে ক্ষেত্রেই কেবল এ দুই ক্লাব বা অন্য ক্লাবের পক্ষে পিএসজির সঙ্গে দর-কষাকষি করা সম্ভব। কিন্তু এর মধ্যেই যদি এমবাপ্পে চুক্তি নবায়ন করেন, তবে এ দুই ক্লাবের পক্ষে করোনা—পরবর্তী বিশ্বে নিকট ভবিষ্যতে আর এ দলবদলের পথে হাঁটা সম্ভব হবে না। এখনো চুক্তি নবায়ন করেননি নেইমারও। কিন্তু এই প্রথম নেইমারকে 'বার্সেলোনায় যেতে চাই' নয়, বরং 'পিএসজির হয়ে জিততে চাই' বলতে শোনা গেছে দলবদলের সময়টাতেও। এখন পর্যন্ত যা ইঙ্গিত, নেইমার পিএসজিতেই আরও দীর্ঘ সময় থাকার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু এমবাপ্পেকে নিয়ে ধোঁয়াশা কমছেই না। এমবাপ্পে কাল যা বলছেন তাতে আশা খুঁজে পেতে পারেন পিএসজির সমর্থকেরা, 'আমি এখানে খুবই সুখে আছি। ক্লাব ও সমর্থকেরা সব সময়ই আমাকে সাহায্য করেছে। আগামী কয়েক বছরে আমি কী করব, এ নিয়ে ভাবতে হবে। কোথায় থাকতে চাই, চিন্তা করতে হবে।'

অনেক ফুটবলারই ক্লাবের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেই পরের মৌসুমেই দলবদলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নেইমার ও আঁতোয়ান গ্রিজমান যেমনটা করেছিলেন। কিন্তু এমবাপ্পে সেটা করার পক্ষপাতী নন। আর এ কারণেই চুক্তি নবায়নের আগে ভালোভাবে ভেবে দেখতে চাইছেন ২২ বছর বয়সী, 'আমি এ নিয়ে ভাবছি। এমন নয় যে আমি আরেকটু সময় নেওয়ার চেষ্টা করছি বা এমন কিছু। যদি চুক্তি স্বাক্ষর করি, তাহলে আমি থেকেই যাব। তাই এ নিয়ে ভাবছি আমি।'

গত কিছুদিনে পারফরম্যান্সের কারণে তাঁকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তবে এমবাপ্পে নিজের দায় অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি যে মানের খেলোয়াড়, মাঠে সেটা দেখাতে পারছিলেন না বলেই তাঁর ধারণা, 'সত্যি কথা হলো, আমি ভালো খেলিনি। আর যদি আপনাকে গোল করতে দেখে সবাই অভ্যস্ত হয়, সে ক্ষেত্রে যখন আপনি গোল করবেন না, তখন সমালোচনা হবেই। এটাই স্বাভাবিক। আমি অন্য সবার চেয়ে আমার দেশের মানুষকে ভালো চিনি। এখানকার মানুষদের মানসিকতা জানি এবং জানতাম কঠিন সময় আসছে।'

ওদিকে দায়িত্ব পাওয়ার পরই কঠিন সময় পার করেছেন পচেত্তিনো। খেলোয়াড়েরা প্রিয় কোচ টমাস টুখেলের বিদায়টা সহজে মেনে নিতে পারেননি। দলের পারফরম্যান্সও ভালো হচ্ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলে ফেলেছেন পচেত্তিনো। এরই মধ্যে লিগে শীর্ষস্থান বুঝে নিয়েছে। দুইয়ে ও তিনে থাকা লিল ও লিওঁর চেয়ে যথাক্রমে ৩ ও ৫ পয়েন্টে এগিয়ে পিএসজি।

এমন অবস্থায় তাঁর জন্য কাঁটা হয়ে আছে খেলোয়াড়দের চুক্তি নবায়নের বিষয়টি। পরে যা-ই হোক, আপাতত এমবাপ্পের ওপর পূর্ণ আস্থা পচেত্তিনোর, 'আমার খেলোয়াড়েরা কী বলছে তা নিয়ে মন্তব্য করব না। এটা পরিষ্কার যা বলা হয়েছে তা বুঝেই বলা হয়েছে। সে পিএসজির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। আশা করি আরও অনেক বছর সে আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

কোহলি-কে আক্রমণ প্রাক্তন ইংল্যান্ড স্পিনারের

বিরাট কোহলি প্রসঙ্গে বিস্ফোরক প্রাক্তন ইংল্যান্ড স্পিনার মন্টি পানেসর। তাঁর মতে, ভারতকে টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এনে দিতে না পারলে অধিনায়কের পদ থেকে বিরাট কোহলির সরে দাঁড়ানো উচিত। এক বিবৃতিতে মন্টি পানেসর জানিয়েছেন, ''আগামী দু''টি বিশ্বকাপই ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারত যে অন্যতম ফেভারিট দল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরাট কোহলিও ভালো অধিনায়ক। কিন্তু আশা রাখব দু''টি বিশ্বকাপের মধ্যে কোহলির অধিনায়কত্বে অন্তত একটি বিশ্বকাপ জিতবে তাঁরা। অন্যথায় আমার মতে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্ব ছাড়া উচিত।''

প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত একটিও আইসিসি খেতাব জিততে পারেননি ''ক্যাপ্টেন কোহলি''। গত ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে গিয়ে হারতে হয়েছে কোহলির টিম ইন্ডিয়াকে। ২০১৭ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক হার স্বীকার করে ভারত। শেষবার মহেন্দ্র সিং ধোনির অধিনায়কত্বে ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এরপর থেকে আর কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট জেতেনি ভারত।

অন্যদিকে, সদ্য অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জিতে আসা অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের ভূয়সী প্রশংসা করেন ইংল্যান্ড স্পিনার মন্টি পানেসর। টি-২০ ফরম্যাটের জন্য অধিনায়ক রোহিত শর্মারও প্রশংসা করেন তিনি। পানেসর মনে করেন, কোহলির পক্ষে দলের মধ্যে এতজন অধিনায়ককে সামলানো চ্যালেঞ্জিং হবে।বিশ্ব ক্রিকেট মহল মনে করছে, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে বল গড়ানোর আগে ''মাইন্ড গেম'' শুরু হয়ে গেল প্রাক্তন ইংল্যান্ড স্পিনার মন্টি পানেসর। সম্প্রতি কার্যত একই সুরে তাল মিলিয়েছিলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকা কেভিন পিটারসেনও। তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জিতলেও, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে ভারতের সতর্ক থাকা উচিত। ভারতের। ইংল্যান্ডকে হারানো খুব একটা সহজ হবে না বলে দাবি তাঁর। তাই বলা যায়, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের আগে মঞ্চ একেবারে তৈরি। প্রাক্তন ক্রিকেটাদের ''মাইন্ড গেম''-এর জেরে এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। এর জবাব বিরাট কোহলি মুখে দেন নাকি ব্যাটে তা দেখতে উদগ্রীব জনতা।

-: বিজ্ঞপ্তি :-

জাতীয় ভোটার দিবস-২০২১

উদযাপিত হচ্ছে

প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে, ব্লক, মহকুমা, জিলা ও রাজ্যস্তরে।

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত
আসুন

শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ার কাজে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহন করুন

"জাতীয় ভোটার দিবস" হল আপনার ক্ষমতায়নের দিবস।

"সকল ভোটার হোক :
ক্ষমতায়িত, সতর্ক, সুরক্ষিত এবং অবগত"

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ত্রিপুরা।

ICA/D-1337/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শনিবার নেতাজি বিদ্যালয়ে নেতাজির জন্ম দিনে পতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি-নিজস্ব।

হাফলং শহরে নেতাজির মূর্তি স্থাপিত হবে, ঘোষণা উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলালের

হাফলং (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : হাফলং শহরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসানো হবে। ঘোষণা করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গারলোসা। শনিবার হাফলঙে নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এবং বাঙালি কল্যাণ পরিষদের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন দেবোলাল গারলোসা।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা বলেন, হাফলং শহরে বীর সেনানি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসানো হবে। এদিন নেতাজি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওই সভায় মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজির অবদানের কথা তুলে ধরেন।

এদিন নেতাজি জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকাল ১০টায় হাফলং জেলা গ্রন্থাগার ভবন থেকে নেতাজির প্রতিকৃতি সহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হাফলং শহর পরিক্রমা করে পুনরায় জেলা গ্রন্থাগার ভবনে এসে শেষ হয়। তার পর বেলা ১২টা ১২ মিনিটে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির মাধ্যমে নেতাজির জন্মলগ্ন ঘোষণা করার পর আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাঘ্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা।

এর পর অনুষ্ঠিত হয় নেতাজির জীবনী অবলম্বনে এক আলোচনা সভা। এতে উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য নন্দিতা গারলোসা, পরিষদের মনোনীত সদস্য লিটন চক্রবর্তী ও ঈশ্বরী প্রসাদ জইশি, পার্বত্য পরিষদের প্রধান সচিব মুকুট কেম্প্রাই। পরবর্তীতে বিকেল পাঁচটা থেকে অনুষ্ঠিত হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিকে জাটিঙ্গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপন করেছে হাফলং ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এদিন জাটিঙ্গায় সংস্থাপিত নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তাছাড়া জাটিঙ্গায় নেতাজির মূর্তি নির্মাণকারী শিল্পী রাজু আচার্যকে সংবর্ধনা প্রদান করে হাফলং ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

লালুপ্রসাদ যাদবের শারীরিক অবস্থার অবনতি, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইমসে

রাঁচি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের শারীরিক অবস্থার অবনতি। বর্তমানে তাঁর কিডনির কার্যক্ষমতা মাত্র ২৫ শতাংশ। সেই সঙ্গে জল জমেছে ফুসফুসেও।যার জন্য শনিবারই রাঁচি থেকে সরিয়ে তাঁকে এইমসে নিয়ে আসা হচ্ছে।

আরজেডির বর্ষীয়ান নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শুক্রবার রাতে রাঁচির 'রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে'(রিমস) যান তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, কন্যা মিশা যাদব এবং দুই পুত্র তেজস্বী যাদব ও তেজপ্রতাপ যাদব। লালুকে দেখে উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার। গতকাল রাতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা হাসপাতালে ছিলেন তেজস্বীরা।

পরে লালুর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আরজেডি নেতা। তাঁর কথায়, ”আমরা চাই ওঁর চিকিৎসায় উন্নতি হোক। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে ডাক্তারদের উপরে। সমস্ত টেস্ট রিপোর্ট দেখে তাঁরা বলতে পারবেন, এই মুহূর্তে ওঁর চিকিৎসায় কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন। ওঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আগামিকাল আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।”

এই মুহূর্তে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের ব্লাড সুগারের পরিমাণ অনেক বেশি। কিডনি মাত্র ২৫ শতাংশ কর্মক্ষম। সেই সঙ্গে জল জমেছে ফুসফুসে। যা এই বয়সের কোনও রোগীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে ধরা হয়। যে কোনও সময় নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হতে পারেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে রাঁচির হাসপাতালে না রেখে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে এইমসে নিয়ে আসা হচ্ছে। বাবার শারীরিক অবস্থার কথা জানাতে আজ নীতীশের সঙ্গেও কথা বলবেন তেজস্বী।

করিমগঞ্জে প্রথম দফায় ১৬৬১ জন ভূমিহীনের হাতে জমির পাট্টা বিলি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় প্রথম দফায় শনিবার ১ হাজার ৬৬১ জন ভূমিহীনদের মধ্যে জমির পাট্টা এবং আবণ্টন পত্র বিলি করা হয়েছে।

জেলা গ্রন্থাগার মিলনায়তনে আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে ৫৩ জন ভূমিহীনে হাতে পাট্টা ও আবণ্টন পত্র তুলে দেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস। জমির পাট্টা এবং আবণ্টন পত্র-প্রাপকদের তাঁদের জমির নামজারি করানোর জন্য রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন মিশন দাস। জেলাশাসক আনবামুথান এমপির পৌরোহিত্যে আজকের সভায় শিবসাগরে প্রধানমন্ত্রীর পাট্টা বণ্টন অনুষ্ঠান বড় পরদয় প্রদর্শিত হয়েছে। জমির পাট্টা বণ্টন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দির বিধায়ক

ছয়ের পাতায় দেখুন

নেতাজি জন্মদিবসে টুইট শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : শনিবার ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী। দেশ নায়কের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এদিন কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে কলকাতায় আসার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী। নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করে মোদী লেখেন, ” পশ্চিমবঙ্গের প্রিয় ভাই ও বোনেরা, পরাক্রম দিবসের এই শুভ দিনটিতে আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কলকাতায় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমরা বীর-কেশরী সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাব”।এরপর অন্য একটি ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ”মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভারতমাতার সন্তান প্রকৃত যোদ্ধা সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে শতকোটি অভিবাদন”।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ২৩ জানুয়ারি দিনটি দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করার কথা জানানো হয়েছিল। আর এবার নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন কলকাতায় এসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ২টি গ্যালারির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। জানা গিয়েছে সেইঅনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। এদিন দু'টি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। সূত্রের খবর, এদিন দুপুর সাড়ে তিনটেয় বিমানে কলকাতা পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে যাবেন রেস কোর্সে। রেস কোর্স থেকে যাবেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। জাতীয় গ্রন্থাগারে নেতাজিকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা নরেন্দ্র মোদীর।বিকেল ৪টে ২৮-এ প্রধানমন্ত্রীর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পৌছনোর কথা। সেখানে নির্ভীক সুভাষ নামে স্থায়ী একটি গ্যালারির উদ্বোধন করবেন মোদী। পাশাপাশি, অন্যান্য বিপ্লবীদের নিয়ে বিপ্লবী ভারত নামে আর একটি গ্যালারিরও উদ্বোধন করবেন নরেন্দ্র মোদী। সাধারণ মানুষের জন্য আগামীকাল ২৪ তারিখ থেকে গ্যালারি ২টি খুলে দেওয়া হবে।ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেড় ঘণ্টা থাকার কথা প্রধানমন্ত্রীর। এরপর বিকেলে ৫টা ৪৬-এ ভাষণ দেবেন তিনি। এদিন ভিক্টোরিয়ায় আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও।সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ঊষা উত্থুপ, পাপন, সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিত সহ বহু শিল্পী। এমনকি নেতাজির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১২৫টি স্কুলের পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে অংশ নেবে নেতাজির বেশে।

প্রথম দিন করোনার ভ্যাকসিন নেওয়া স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু গুরুগ্রামে

গুরুগ্রাম, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : গুরুগ্রামে প্রথম দিন করোনার ভ্যাকসিন নেওয়া এক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঘর থেকে স্বাস্থ্যকর্মীর নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের দাবি, টিকা নেওয়ার ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যুর পেছনে কী কারণ আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।মৃত্যুর সঠিক কারন তদন্ত করে দেখা হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বছর ছাপান্নর রাজবন্তী সকালে ঘুম থেকে অনেক ক্ষণ না ওঠায় তাঁকে ডাকাডাকি করা হয়। কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় তাঁর ঘরে ঢুকে দেখা যায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বিছানায়। তড়িঘড়ি তাঁকে মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, গত শনিবার ১৬ জানুয়ারি কোভিশিল্ড টিকা নিয়েছিলেন রাজবন্তী। তার পরে এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। গুরুগ্রামের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক বীরেন্দ্র যাদব বলেন, “রাজবন্তীর মৃত্যু কী ভাবে হল তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ কী। তবে টিকার কারণেই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এই দাবি করা ঠিক নয়।”

রাজ্যের তরফে পালিত হবে দেশনায়ক দিবস, প্রস্তুতি তুঙ্গে

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : শনিবার দেশনায়কের এর জন্ম দিবস। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস উপলক্ষে শহর জুড়ে সাজ সাজ রব। একদিকে শনিবার নেতাজির জন্ম দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে এদিন নেতাজির জন্ম দিবস উপলক্ষে রাজ্যের তরফে পালিত হবে দেশনায়ক দিবস। আর তার জন্যই শ্যামবাজারে প্রস্তুতি তুঙ্গে।

নেতাজির জন্মদিবস উপলক্ষে এদিন একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য সরকারের। সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এদিন শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বেলা ১২.১৫ নাগাদ একটি সাইরেন বাজানো হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ জানুয়ারি নিম্ন আদালতের করণিক পদের লিখিত পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। ২৪ জানুয়ারি বিচার বিভাগীয় নিম্ন আদালতের করণিক পদের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মোট ৬,৯৮৯ জন পরীক্ষার্থী এই লিখিত পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। পরীক্ষা একযোগে ঊনকোটি জেলার মোট ১৭টি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার মোট ১৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে ও ঊনকোটি জেলা আদালতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হবে।

ইরানের নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল টুইটার

বাগদাদ, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির নামে একটি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে টুইটার। টুইটারের এক মুখপাত্রের দাবি, এই অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করা হয়েছে। যে কারণে সেটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে খামেনির যে অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেটি এখনও সচল রয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে খামেনির তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

খামেনির ওই অ্যাকাউন্টে শুক্রবার পোস্ট করা একটি ছবি এবং সেই সঙ্গে হুমকির বার্তা ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। ওই অ্যাকাউন্টে এক গলফ খেলোয়াড়েরর ছবি পোস্ট করা হয়েছে। যাকে দেখতে অনেকটা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতোই। তাকে একটি ড্রোন থেকে হামলা করার ছবি ওই অ্যাকাউন্টে পোস্ট করার এক ঘণ্টা পরই শুক্রবার খামেনির নামে করা অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেয় টুইটার। আমেরিকার ড্রোন হামলায় নিহত ইরানি জেনারেল কাসেম সোলাইমানির বদলা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল অ্যাকাউন্টটি থেকে।

বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার ভারতীয় ছাত্রের মৃতদেহ

ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজে ঝুলন্ত অবস্থায় ভারতীয় ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে।। ছাত্রটি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে রাজশাহীর বেসরকারি বারিন্দ মেডিক্যাল কলেজে উদ্ধার হয়েছে এক শিক্ষার্থীর দেহ। মৃত ইকবাল জাফর শরিফ (২৪) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাসিন্দা। এমবিবিএস পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে কলেজের অধ্যক্ষ বি কে দাম জানান, করোনা মহামারীর জন্য বেশ কয়েকদিন নিজের দেশেই ছিলেন ইকবাল। সম্প্রতি বাংলাদেশে ফিরেছিলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফুলচাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। ফুলচাষকে ভিত্তি করে রাজ্যের ফুলচাষে উৎসাহীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। আজ আগরতলার রবীন্দ্র কাননে হর্টিকালচার সোসাইটি অব ত্রিপুরা আয়োজিত ৪দিনব্যাপী পুষ্প ও বাহারি পাতার প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। তিনি বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ফুল বহির্রাজ্য থেকে আমদানি করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ফুলচাষে উৎসাহীরাই রাজ্যের এই অর্থকে বাইরে যাওয়া থেকে রুখতে পারে। এরফলে রাজ্যের টাকা যেমন রাজ্যেই থাকবে তেমনি ফুলচাষে উৎসাহীরা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে। বর্তমান রাজ্য সরকারও রাজ্যে ফুলের চাহিদা মেটাতে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফুলচাষে উৎসাহীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এইক্ষেত্রে হর্টিকালচার সোসাইটি অব ত্রিপুরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেন, ছোট রাজ্য ত্রিপুরায়ও ফুলচাষে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকার এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের সার্বিক সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি পর্যটনকে দেশ বিদেশের মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতীয় সড়কের আশপাশে বাহারি ফুলের গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে বিশাল অংশের জনগণ ফুলচাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ফুলচাষের পাশাপাশি ফুলকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক যখন এই শিল্পের বিকাশে এগিয়ে আসবেন তখনই এই শিল্পের বিকাশ ঘটবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়োজক সংস্থা হর্টিকালচার সোসাইটি অব ত্রিপুরা যেন তাদের এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দেবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার বিষয়টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অনুষ্ঠানে হর্টিকালচার সোসাইটি অব ত্রিপুরার সম্পাদক গোপাল মল্ল স্বাগত বক্তব্যে বলেন, প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে সোসাইটি এই পুষ্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এবছর ১৪৮ জন বিভিন্ন প্রজাতির ফুল নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। সমাপ্তি দিনে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া এবং উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফণীভূষণ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে একটি মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন কৃষিমন্ত্রী।

বালাসাহেব ঠাকরেকে জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব ঠাকরেকে জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার টুইটে বালাসাহেবকে সাহসী ও অদম্য বলে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের পুণেতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বালাসাহেব ঠাকরে।

প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন টুইটে শিবসেনার প্রতিষ্ঠা বালাসাহেব ঠাকরেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, “মহান বালাসাহেব ঠাকরেকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন। সাহসী এবং অদম্য, তিনি জনকল্যাণের বিষয় উত্থাপনে কখনও দ্বিধা করেননি। তিনি সর্বদা ভারতীয় নীতি ও মূল্যবোধ নিয়ে গর্বিত ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ অনুপ্রেরণা অবিরত।” প্রসঙ্গত, কার্টুনিস্ট হিসাবে পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন বালাসাবে ঠাকরে। ১৯৬০ সালে চাকরি ছেড়ে শিবসেনা দল তৈরি করেন তিনি। পরবর্তী সময়ে মারাঠিদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়েছেন। তাঁর একাধিক বক্তব্য বিতর্ক তৈরি করলেও নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন মহারাষ্ট্রের এই ভূমিপুত্র। এদিন তাঁর ৯৫তম জন্মজয়ন্তী। ২০১২ সালের ১৭ নভেম্বর ৮৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন বালাসাহেব ঠাকরে।

দেশে একলাফে অনেকটাই কমল করোনা সংক্রমণ, বাড়ছে টিকাকরণেরও গতি

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : সুস্থতার সংখ্যাটা বেশি হওয়ায় একলাফে আরও অনেকটাই কমল দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণের সংখ্যা। কমতে কমতে এই অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যাটা নেমে এসেছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজারে। যা কিনা গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এদিকে শনিবারই দেশে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পেরল। আর প্রথম এক সপ্তাহে ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৯২ জনের টিকাকরণ হয়েছে। এদিন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ২৫৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা শুক্রবারের থেকে সামান্য কম। ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৮৪ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আপাতত মোট মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৮৪ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৫২ জনের। এই সংখ্যাটাও আগের দিনের থেকে সামান্য কম। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে রোগমুক্ত হয়েছেন ১৭ হাজার ১৩০ জন। যা দৈনিক আক্রান্তের থেকে অনেকটাই বেশি। আগের দিনের তুলনায় সুস্থতার সংখ্যাটা খানিকটা কম হলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রককে স্বস্তি দিচ্ছে অ্যাকটিভ কেস। এর ফলে মোট অ্যাকটিভ কেস অনেকটা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৬২ জনে। এখনও পর্যন্ত করোনাজয়ীর সংখ্যা ১ কোটি ৩ লক্ষ ৮৩৮ জন।

অস্ত্র-গোলাবারুদ সমেত ডিমাপুরে এনএসসিএন (আইএম) সদস্য গ্রেফতার

কোহিমা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অস্ত্রসস্ত্র সমেত এনএসসিএন (আইএম)-এর সদস্য ধরা পড়েছে। আসাম রাইফেলস ও নাগাল্যান্ড পুলিশের যৌথ অভিযানে ওই উগ্রবাদী সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ-বিষয়ে আসাম রাইফেলস-এর এক সূত্র শনিবার জানিয়েছে, ওই উগ্রবাদী সদস্য ৩৬ বছর বয়সি সাইমন ফোম বলে চিহ্নিত হয়েছে। গতকাল তাকে ডিমাপুর পুরান বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পিআরও আইজিএআর (এন) জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইন্দ্রনীল সেনের গায়কদের থেকেও কাটমানি নেওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর আক্রমণ ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : “ইনি গায়ক—গায়িকাদের কাছ থেকে কাটমানি নেন। সঙ্গীতমেলা থেকে। আমি জানি।“ চন্দননগরে সম্প্রতি বিশাল জনসভায় বক্তব্যের শুরুতে এভাবেই চন্দননগরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তাঁর নাম না করে ইন্দ্রনীল সেনকে 'ছিন্নমূল বিধায়ক' বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'যখন যে পার্টি আসে সেই পার্টিতে থাকেন এখানকার ছিন্নমূল বিধায়ক। তিনি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় বুদ্ধবাবুর পিছনে ঘুরতেন।' শুভেন্দুর আরও কটাক্ষ, 'চন্দননগরের বিধায়কের অবস্থা জলের মত। বাটিতে বাটি। ঘটিতে ঘটি। তিনি দুর্ব্যবহারে ওস্তাদ।'

এর পরই বিজেপি নেতা বলেন, 'অনেকরকম কাটমানি দেখেছি। লকডাউনে চাল চুরি দেখেছি। আমফানে ত্রিপল চুরি দেখেছি। ইনি গায়ক—গায়িকাদের কাছ থেকে কাটমানি নেন। সঙ্গীতমেলা থেকে। আমি জানি। আমাকে অনেক গায়ক---গায়িকা বলেছে, সরকার থেকে উঠেছে এত টাকা আর আমি পেয়েছি অন্য।' দলের কর্মী---সমর্থকদের শুভেন্দুর বার্তা, 'এদের তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে হবে।'

শনিবার শিল্পীদের ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে তাঁদের অনেকেই শুভেন্দুবাবুর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁদের মতে কোনওদিনই তাঁদের কাছে এমন কোনও প্রস্তাব আসেনি। তাঁদের অনেকেই একমত যে, এ শুধু মন্ত্রীকে অপমান নয়, সমগ্র সঙ্গীত জগতের অপমান। শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী লিখেছেন, ”সঙ্গীতমেলায় যতবার পারফর্ম করেছি কোনও কাটমানি কেউ নেননি, ইন্দ্রনীল সেন আমার সিনিয়র, ওনার থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ পেয়েছি।” শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ”যতবার পারফর্ম করেছি সম্মানের সঙ্গেই পারিশ্রমিক পেয়েছি।” শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য জানান, ”ইন্দ্রনীল সেন আমার অগ্রজ শিল্পী। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে আমি বলছি, সঙ্গীতমেলায় আমি বরাবর আমার পারিশ্রমিক পেয়েছি। ওঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য ভুল।” গায়িকা ইমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ”২০১১ সালের পরেও আমি গানমেলা থেকে যোগ্য সম্মান আর পারিশ্রমিক পেয়েছি। আর ইন্দ্রনীল'দা শুধু শিল্পী নন। একজন ভাল মানুষও। সে পরিচয়ও বার বার পেয়েছি।” গায়ক সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক পোস্ট বলছে, 'শুধু বাংলা সঙ্গীতমেলা নয়, রাজ্য সরকার এবং তার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কোনও অনুষ্ঠানেই আজ অবধি কোনও কাটমানির এতটুকু আভাসও কেউ কখনও দেয়নি। বরং তারা সবসময় পরিচিত, কম পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত এবং নতুন সমস্ত শিল্পীদের এবং যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করে। আমার সঙ্গে সমস্ত শিল্পীরা যে এই নিয়ে আমার সঙ্গে সহমত হবেন, তা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই'।

সঙ্গীতশিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায়ও ফেসবুকে পোস্ট করে জানিয়েছেন, শিল্পীরা গানমেলায় কোনও ভাবেই কাটমানির শিকার হননি। লিখেছেন, ”আমিও আমার সাম্মানিক সময়মতোই পেয়েছি।” সঙ্গীতশিল্পী গার্গী ঘোষ একটি ভিডিয়ো ফেসবুকে পোস্ট করে শুভেন্দুর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, গানমেলায় সমস্ত সঙ্গীতশিল্পীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাটমানির প্রশ্নই নেই।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাঁকুড়ায় নেতাজির অশ্বারোহী মূর্তির রঙবদল নিয়ে এলাকায় প্রবল ক্ষোভ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাংকের চত্বরে সেনানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অশ্বারোহী মূর্তির রঙবদল নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বাঁকুড়া জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তথা একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ১৯৯৭-র ১ ফেব্রুয়ারি এটির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল। সেবছর ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিকী। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষে তৎকালীন সভাপতি অজিত গাঙ্গুলি এই মূর্তি স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মূর্তি মানে কোনো রঙের পুতুল নয় এটা মনে রাখা খুব জরুরি। যে শিল্পী তাঁর নিজস্ব শিল্পসত্বা উজাড় করে এই মহামানবের মূর্তি গড়েছিলেন, যে রঙের ব্যবহার তিনি করছিলেন তা মূর্তিটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। দেশনায়কোচিত গাম্ভীর্যের প্রকাশ ছিল মূর্তিটির মধ্যে। দীর্ঘ ২৫ বছর পর সেই মূর্তিতে নানান রঙ মাখিয়ে খেলার পুতুল করে দেওয়া হল। জানিনা কোন মহান শিল্পবোদ্ধার মস্তিষ্কপ্রসুত একাজ। এর দ্বারা একজন গুণি শিল্পীর সৃজনকেই বিকৃত করা হল না কি ?“

ফেসবুকে এই মন্তব্যের প্রচুর প্রতিক্রিয়া এসেছে। প্রত্যেকেই সমালোচনা করেছেন নেতাজির মূর্তির রঙবদলের। বলরাম পাল লিখেছেন, “ঠিক কথাই বলেছেন।“ শেখ রবিউল আলম লিখেছেন, “এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।“ রাজীব হাজরা লিখেছেন, “দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। যাঁরা করিয়েছেন, তাঁদের শিল্পবোধের অভাব আছে। আর নেতাজির মূর্তির সামনে সারাবছর বিভিন্ন

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।